স্বর্গীয় সুকবি

৺ গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পবিত্র

চরোণোদ্দেশে

এই

ক্ষুদ্র

কাব্য-গ্রন্থ

তৎসেবক

গ্রন্থকার

কর্ত্তৃক

ভক্তি সহকারে

উৎসৃষ্ট

হইল।

ভূমিকা।

পুস্তকখানি অতিশয় ক্ষুদ্র কলেবর হইলে(ও) ইহার স্থানে স্থানে দুই চারিটি বর্ণাশুদ্ধি পরিলক্ষিত হইবে, এবং আমার সোদরোপম বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত কানাই লাল মুখোপাধ্যায় (বি এ) যত্ন না করিলে উক্ত দুই চারিটি দশ বিশটিতে পরিণত হইত সন্দেহ নাই। বন্ধুর নিকট নিবেদন তিনি গ্রন্থকার হইলে (ঈশ্বরানুকম্পায় এ দুষ্ট বুদ্ধি তাঁহার কখন না হয়) তাঁহার প্রুফ সংশোধকের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না, এবং পাঠকগণের নিকট প্রার্থনা তাঁহারা সানুগ্রহে আমার অসাবধানতা মার্জ্জনা করেন।

খাস পুস্তকখানি সম্বন্ধে অধিক ব্যক্তব্য নাই। ইংরাজী melo-drama শব্দের প্রকৃত মর্ম্মানুযায়ী একখানি কাব্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার অভিলাষ ইহার উৎপত্তি-মূল। melo-drama আমাদের দেশে থিয়েটারের placardএ যত সুলভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে আমার বিশ্বাস তাহা বাস্তবিক তত সুলভ নহে। কিন্তু যাহা করিতে গিয়াছিলাম কার্য্যে তাহা দাঁড়ায় নাই। শিবের স্থলে বানর আঁকিয়া ফেলিয়াছি। অনেকে ভাবিতে পারেন সম্মুখে দর্পণ রাখিয়া আঁকিতে বসিয়া থাকিব নহিলে এমন ঘটিবে কেন——বস্তুতঃ তাহা নয়।

তবে এমন ঘটনা-বিপর্য্যয়ের কারণ কি? কারণ অতি সামান্য——আমাদিগের মত ব্যক্তিগণ পণ্ডিতগণের ন্যায় সকল সময় স্মরণ রাখিতে পারে না

"Have more than thou showest ;
Speak less than thou knowest ;
Spend less than thou owest."

গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট। ভবানীপুর, ১৪ই মাঘ ১২৯১।	নিবেদক শ্রীরাম লাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা।

অমরাবতী

বিহার-সরসী

কমলকানন

কমলমালা গাঁথিতে গাঁথিতে

রতি

গৌরী

মোহন বসন্তানিল চন্দ্রকিরণ

চরাচর-ধরাধর-সাগর-ব্যোম

নিশ্বাসে মালা তব করিনু গঠন।

চেতন-অচেতন-সুর-নর-কম্পন

অপাঙ্গ-কণা মম করিনু অর্পণ।

প্রচণ্ড রবিতাপে যে কলি শুকায়ে যাবে

দিবে তারে নবীন জীবন।

বিভীষণ বজ্রাহতা অবলা বসন্তলতা

শুকাইলে, নবরস করিবে সিঞ্চন।

চিনিবে না নরনারী যে হৃদয়ে রবে তারি

মৃত হলে আনিবে চেতন।

(দেবকন্যাগণের প্রবেশ)

(দূর হইতে রতিকে পরিহাস করিতে করিতে)

ভূপালী

দে ক। পেখনু গুঞ্জ গহনে হে——

অনিমেখ দিঠি আলসে রমণী

আঁচোরা চুম্বত চরণে——

চম্পক-অলকা কুসুমিত বেণী

কুন্দ কঙ্কণ তার——

নাচয়ি দোলয়ি উচল হিয়াপরে

খেলত পারুল হার——

দূর বনে ফুলবাণ ফুলবাণকাতর

বিভোর নিরখয়ি চান্দ বদনে।

(মদনের প্রবেশ)

শ্রী

মদন। নিকুঞ্জে কোকিলা কাঁদে

হারায়ে তোমায়,

পাগলিনি——বনবিহারিনি——

কাঁদে তব মনমথ চরণ স্মরিয়া

এস হে অমৃতময়ি

অনঙ্গমোহিনি।

সাজিয়াছি রণবেশে অপাঙ্গে সুহাসি হেসে

ফুলশরে প্রাণ দাও মোর

হে প্রাণদায়িনি।

(কমলমালা লইয়া রতির দেবকন্যাগণের নিকট আগমন)

মদন। একি নবলীলা

গেঁথেছ কমলমালা

কার ভাগ্য ফিরিয়াছে

কাহারে পরাবে বালা?

রতি। এ কি ? রণবেশ ?
করে পুষ্পধনু পুষ্পবাণ !
কার ভাগ্য ডুবিয়াছে
কাহার বধিবে প্রাণ ?

ম। রণবেশ মদনের নববেশ নয়।

র। রতি করে ফুলমালা তাতে কি বিস্ময় ?
হে রতিহৃদয়াধার
কৃতাঞ্জলি করি স্তুতি শুন অধীনার।
ফেলে দাও পুষ্পবেশ রণসাধ কর শেষ
কাতরা করোনা নাথ দাসীরে তোমার।
পুষ্পবর্ম্ম শিরস্ত্রাণ পুষ্পধনু পুষ্পবাণ
মন্মথ ভাসায়ে দাও মন্দাকিনীজলে—
ডুবাও অশান্তা আমি শান্তির হিল্লোলে।

ম। কার ভয়ে রতি এ দীন মিনতি
পাসরিব রণসাধ ?
কোন সাধে তবে বিহরিবে ভবে
বল রতি রতিনাথ ?
কোন যোগী বশী তাপস তাপসী,
অজেয় কুসুম শরে ?
মন্মথ প্রতাপে পুষ্প-তূণ-তাপে
কোন চিত না শিহরে ?

র। রতিও শিহরে——
সে দিন পড়িলে মনে আতঙ্কে অন্তরে।
গিরীন্দ্র তুষারময় অনন্তে অনন্ত লয়——
গম্ভীর জলদজয়ী পবন হুঙ্কার

স্থির——প্রলয়ের স্থির——যোগমগ্ন শৃঙ্গশির——
কৈলাস ধূর্জ্জটী-বাস শ্মশান আঁধার।
ভস্মরাশি তনু তব ধ্যান ভঙ্গে ভীম ভব
উর্দ্ধরেখা জটাজাল ভুজঙ্গ সজাগ——
নয়নে নাশাগ্নি জ্বলে শিরে গঙ্গা ছোটে রোলে
ললাটে শশাঙ্কগায় শত সূর্য্যরাগ।
নহে বহু দিন গত রতি-প্রিয় মনমথ
কভু কি ভুলিবে রতি সে দৃশ্য জীবনে?

ম। ইন্দুনিভাননে——
দেবরাজ দাস আমি শচীপতি সুরস্বামী
আজ্ঞা না ঠেলিতে পারি——ঠেলিব কেমনে?

র। কায কি দাসত্বে ছার নহি লোভী অমরার
চল মর্ত্তভূমে যাই রহিগে বিজনে——
আবার কবে কি হবে আবার আকুল রবে
একাকী কাঁদিব কোথা কাহার চরণে?
যথা তুমি স্বর্গ তথা হেরিব নয়নে।
চলগে মানব হই ক্ষুদ্র সুখ দুঃখে রই
সীমাবদ্ধ করিগে এ অসীম জীবনে।

ম। মদন মোহিনি——
কেন স্মরি পূর্ব্ব কথা দিতেছ পেতেছ ব্যথা
কে করিল উদ্বেলিত চারু নির্ঝরিণী?
তুমি যাবে মর্ত্তালয়ে অমরা কাহারে লয়ে?
কোন শশী আলো করে দিবস যামিনী?
জীবন আমার——
কে ফুটাবে পারিজাতে? বিমল বসন্তরাতে
উঠিবে মন্দারকুঞ্জে কলকণ্ঠ কার?

মন্দাকিনী বক্ষপরি   নিতি নব পুষ্পতরী
    কে বাহিবে গাঁথি নব সহচরিসার ?
তুমি যার প্রাণাধার   পরাভব কোথা তার ?
    পাসর ও কথা দিনু মস্তক পাতিয়া
    উপহার চাহি মালা দাও পরাইয়া।

র। এ মালা অদেয় আমি দিব না তোমায়——

ম। বল কে সে ভাগ্যবান পরাবে কাহায় ?

মিশ্র পুরবী

র। নিরদয় নিশীথ নীহার
যে নব নলিনীকলি করিবে সংহার
সে নব নলিনীগলে দিব এ নলিনীহার।
জাগিবে সে নববেশে   নব সুখে চাহিবে সে——
    দিবে সে নব উল্লাসে হরষে সাঁতার।
বসন্ত-নিশি-যৌবনে যে তারা খসিবে
প্রাণহারা সে তারারে দিব মালা উপহার।

র। সংসার প্রলয়কার   মহাকাল অত্যাচার
    মীনকেতু ! করিতে বিনাশ
আজ বহু দিন ধরি   কঠোর সাধনা করি——
    এত দিনে সফল আয়াস।
এইতো নলিনীহার   যে বক্ষে দুলিবে তার
    মৃত হলে আনিবে জীবন——
ঘুচিবে অকাল লয়   স্বর্গ মর্ত্ত রতিজয়
    এক স্বরে করিবে কীর্ত্তন।
মহা দর্প ত্রিশূলীর   অজস্র নয়ননীর
    মনে আছে ঢেলেছিনু পায়

করেনি হৃদয়বোধ সে গর্ব্বের প্রতিশোধ
নারী আমি শিখাব তাহায়।
শিখাব শুধুই রতি কটাক্ষে ক্ষমতাবতী
প্রেমালাপে পরাক্রান্তা নয়——
শিখাব রতির বলে বিধাতার সৃষ্টি টলে
দণ্ডী কালে করাব বিনয়।

ম। শক্তি অবিদিত নহেত তোমার
কে সে মহাকাল পরমাণু ছার——

র। অনঙ্গ অবলা আমি পরিহাস তাই——
কাল যাব মর্ত্তদেশে বেড়াব মানবীবেশে——
বুঝাব
রতির প্রলাপ নহে সকল কথাই।

(দেবকন্যাগণের প্রতি)

আয় সখি যাই——
দে ক। হে স্মর পাসর ধনু আবেশে অবশ তনু
বহিছে দখিণা বায়

(রতির প্রতি)

রও দুটো গাই——

খাম্বাজ
কনক লতা তরু সুকোমল
ফুলসৌরভ চলে——
চামেলি চম্পক নিশিগন্ধা বেলা
বসন্তসমীরণে দোলে।

মোহন যামিনী ভায়——
অলসা তটিনী গগণগায়
অপাঙ্গঠারে চাঁদ নেহারে
ডুবিয়া বিহঙ্গ-সঙ্গীত-রোলে।

(সকলের প্রস্থান)

পটক্ষেপণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনপথ—দূরে শিবির শ্রেণী।

শীবব্রত ও ভীমরাজ।

শী। মহারাজ রুদ্রমূর্ত্তি অপ্রিয় আমার——

শান্তি চাহ—শান্ত হও   এ বৃদ্ধের বাক্য লও

আমার আশ্রমে চল দিব সমাচার।

ভী। সমাচার? দগ্ধভাগ্য! শান্তি? মৃত্যু চাই——

শান্ত হব কোন প্রাণে ভাবিয়া না পাই।

চম্পায় শত্রুর সার   চম্পা শত্রুপদভার

বহিয়া কাতর আজ—শান্ত হব আমি?

নন্দনে অসুর—ইন্দ্র শান্তিঅনুগামী?

চম্পার পবনে খেলে অরাতি নিশান

চম্পায় শত্রুশিবির——শান্ত হবে প্রাণ?

প্রভো এ হৃদয় নহে সন্ন্যাসী বশীর

সমুষ্ণ শোণিততাপে এ বক্ষ অস্থির।

শী। উত্তম——সম্বন্ধ শেষ   সন্ন্যাসীর উপদেশ

বীরের বিস্তৃত বক্ষে কোথা পাবে স্থান?

বিদায় লইল বশী বৃদ্ধ জীর্ণপ্রাণ।

(প্রস্থান)

ভী। গুরুদেব——গুরুদেব——

(প্রস্থান এবং উভয়ের পুনঃ প্রবেশ)

শী। ভীমরাজ মদগর্ব্বে ফিরিয়া না চাও
মহাবিশ্বে খর্ব্ব করি আপনা বসাও——
ভাব তুমি বলীয়ান তোমার বীরের প্রাণ
ইতর পতঙ্গ ভাব অবশিষ্ট প্রাণী
অন্যে ক্ষুদ্র হের মহা আপনারে জানি।
হে বীরত্ব-গর্ব্বাধার ক্ষুদ্রতার——নীচতার
এ হতে নিকৃষ্টতর নাহি পরিচয়——
বীর যে অস্থির নহে নিষ্কম্প-হৃদয়।
এইত সম্মুখে তব সুজীর্ণ সন্ন্যাসী
অনুষ্ণ-শোণিত—মহাপ্রস্থান-প্রয়াসী
প্রতি শিরা তন্ন করে দেখ দেখি প্রতি স্তরে
আছে কি না আছে সূক্ষ্ম বিদ্যুত-সঞ্চার।
লহ অসি ভুজবল কর পরীক্ষার স্থল——
বিশীর্ণ বশীর তেজ নিরখ দুর্ব্বার।
ছি ছি ছি! দরিদ্রচিত্ত! নররাজ তুমি?
ধরিত্রি কলুষে পূর্ণ আজি তব ভূমি!

ভী। প্রভো! ক্ষমা ভিক্ষা চাহি——

শী। মহারাজ করহ শপথ——
কোষ হতে অসি লহ নহি গুরু——শিষ্য নহ
অপূর্ণ রাখিবে যদি মম মনোরথ।
কর তুমি প্রতিজ্ঞা রাজন
না পেলে অনুজ্ঞা মোর হবে না সমরে ভোর
করিছে করুক চম্পা অরাতিবহন।

ভী। দিনু অসি জলাঞ্জলি পায়——
দীর্ণ কর বক্ষ মোর ছিন্ন হোক লীলাডোর
ডুবি প্রতিজ্ঞার আগে অনন্ত নিদ্রায়।

শী। বার বার কর অপমান——
গুরু আজ্ঞা কর হেলা গুরুভক্তি——বাক্য ঠেলা
জান না কি অগ্নি জ্বাল——হবে না নির্ব্বান।
কর কিনা কর ছার বাঞ্ছিত প্রকাশ সার
করিব যা' জানি পরে বিহিত বিধান।

ভী। (নতমুখে) হইলাম বদ্ধ প্রতিজ্ঞায়——
না পেলে অনুজ্ঞা তব সমরে নিবৃত্ত রব
চম্পার অদৃষ্টলিপি কে খণ্ডিবে হায়!

শী। মহারাজ পিতৃমূর্ত্তি আছে কি স্মরণ?

ভী। ভাগ্য বাম——আশৈশব পিতার চরণ
ঘটেনি দর্শন কভু——পিতা নিরুদ্দেশ প্রভু
অভাগার বাল্য হতে—জানি না কারণ—
স্থাপিয়া পুত্রের ভার——

শী। শুন সমাচার——
তোমার পিতার করে কাঞ্চি ছারখার।
ভূতপূর্ব্ব চম্পাপতি স্বদেশ ছাড়িয়া
অদোষে কাঞ্চিতে রক্ত নদী প্রবাহিয়া
উদ্ধত আপন রাজা করিল স্থাপন
জানি না কি মতিভ্রম——জানি না কারণ।
দিন না সমান যায় শেষে অনুতাপে রায়
কাঞ্চি পরিহরি পুনঃ করিল প্রস্থান
অতুল সুবর্ণ কাঞ্চি হইল শ্মশান।
তোমার পিতার করে হত কাঞ্চিনাথ
চন্দ্রপতি পুত্র তার——করোনা প্রমাদ——
পিতার পাপের ভার সুপুত্র যদ্যপি তার

রাজন লাঘব কর——প্রায়শ্চিত্ত করি——
চন্দ্রপতি মিত্রভাব——ভাবিও না অরি।
আমাতে নির্ভর রাখ——মঙ্গল বিধান
আমিই করিব——শুধু হও যত্নবান
রাখিতে প্রতিজ্ঞা স্বীয়——গুরুবাক্য মাননীয়——
মম অভিমত বিনা করিও না রণ।
সভার সময়——

(শীবব্রতের গমনোদ্যোগ ও ভীমরাজের প্রণাম)

কর দীর্ঘায়ু ধারণ।

(প্রস্থান)

১

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান বাটী

কক্ষ

কমলা ও নলিনী

খাম্বাজ

ন। ভুলোনা ভুলোনা সরলা কিশোরি
ভুলোনা সজল জলধররূপে
বরষে ধারা সে বজ্র বুকে করি।
নির্ম্মল নিথর নেহারি; নদীতে
ভেসোনা বালিকা, ভেসোনা, ভুলোনা,
উঠিবে তুফান হারাইবে প্রাণ
ডুবিবে ঘুঙ্গিবে ভাঙ্গিবে তরী।
শ্যামা সুহাসিনী প্রসূন-মালিনী
পাইলে লতিকা ছুঁয়োনা, ভুলোনা,
চাহ যদি মূলে কাল ফণা তুলে
দেখিবে ভুজঙ্গী বসি বিষধরী।

হাম্বির

ক। ভ্রমরে দংশিবে বলে কমল কে নাহি তোলে
কুসুমকাননে কে না যায়
চাতকিনী বজ্রভয়ে বনে কি লুকায়ে রহে?
বারিদে কি বিসরিতে চায়?

পরশিলে মৃত   জানেত নিশ্চিত——
    পতঙ্গ অনলে তবু কেন ধায়।

ন। জান ত পাবার নয় তবে কেন দুরাশয় ?
লাভ মাত্র পরিতাপ জগত-গঞ্জনা——
অপ্রাপ্যে আশা কি ভাল ? অন্যায় কামনা।

ঝিঁঝিট

ক। ভাবিত ফিরাব আঁখি চাব না সে মুখ আর
মন যে শোনে না কথা বল দোষ দিব কার।
সে হাসে সরল হাসি আমি দেখি সুধারাশি
বিনামূলে ক্রীতদাসী হতে চাহি তার।

(অনিলের প্রবেশ)

ক। তুমি কেন হেথা——সর্ব্বনাশ——
কে পথ দেখালে তোমা——এস না এস না——
অঙ্কুশে জানিলে পিতা মরিবে, মরিব।

অ। আগে পাগল করিয়া আজ কহিলে "এস না"
আগে বসন্তের চাঁদ তুলে   অঞ্চলে বাঁধিয়া দিলে
    আজ কেন অন্ধকারে ডুবাতে বাসনা ?
    প্রাণাধিকে আমি নাহি আর
    হারায়েছি ছিল যা আমার——
দরিদ্র নির্ঝর যদি   পুরোভাগে পায় নদী
    না হারায়ে পারে কি আপনা ?

ক। সাধে কি অভাগী লতা করিতেছে সাধ
তেজিতে জীবনতরু ডাকিতে বিষাদ ?
ললাট ভাবিয়া কাঁদি গণি পরমাদ।

পাষাণে হৃদয় নাই ভয়ে প্রাণ কাঁপে তাই

মানে না কুসুমকান্তি অনল উন্মাদ।

নিশিপতি-নীলাম্বরে * কহিতেছি সাক্ষী করে

চিরদাসী রহিব তোমার——

এক ভিক্ষা করি হায় ও মূরতি অবলায়

দেখাওনা, আনিওনা নয়নে তাহার।

কি সমুদ্র বহিতেছে উঠিতেছে, পড়িতেছে,

কেমনে প্রকাশি হৃদে কি তরঙ্গ বহে——

অবলা——শকতি নাই——বিদায়—প্রাণেশ—যাই——

আর দেখিব না চিত্ত বশীভূত নহে।

(প্রস্থানোদ্যম)

অ। কমলা——কমলা——

(হস্ত ধরিয়া কমলাকে ফিরাইয়া)

কমলা অবলা নহ তুমি——

তোমা সম কন্যাবতী ধন্য এ ধরিত্রীভূমি।

কমলা——

দিন দিন আশাহীন——দিন দিন কতদিন

ভ্রমিয়াছি পথ চাহি একা সে কাননে

কমলা জীবনময়ি তোমার স্মরণে।

শুষ্ক পত্র পড়ে বনে আঘাতে আমার মনে

ওই বুঝি আসিতেছে কমলা আমার

পাখী শাখা ছেড়ে যায় সে শব্দে চমকি চায়

নেত্র মোর——শূন্যময় নিরখে কান্তার।

দূরেতে শ্বাপদ ছোটে——মনে নব আশা ওঠে

ছুটিয়া কমলা মোর আসিতেছে ভাই——

চেয়ে দেখি কিছু নাই——কিছু দূর ছুটে যাই——
পুন চাই——হা নিরাশা——সে মূরতি কই।
“বুঝিবা নিবিড় বনে ভ্রমিছে আকুল মনে
কমলা জীবন মোর পথ হারাইয়া”
ভাবি ঘোর বনে চলি কত তরু লতা দলি
“কমলা হেথায় আমি” বেড়াই ডাকিয়া।
অকুল ভাবনানীরে ভাসিতে ভাসিতে ধীরে
বনপারে সিন্ধুতীরে বসিয়া হতাশে
মর্ম্মব্যথা বহে আঁখি——তরঙ্গ গণিতে থাকি——
সন্ধ্যায় উঠিয়া যাই গৃহ-কারাবাসে।
ভেবেছিনু এই ভাবে হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে যাবে
তবু আমি কমলারে দিব না বেদন;
অপারগ——ক্ষমা কর——ঘৃণা ক্রোধ পরিহর——
শোন——আমি ছায়া তব——তুমিই জীবন।

কমলা——

আর কি যাবিনে সেই মিলন কাননে?
সে নিকুঞ্জে শিলাখণ্ডে বসিয়া দুজনে
দেখিব না বনশোভা? দেখিব না মনোলোভা
উষার সুবর্ণকান্তি প্রভাত-গগণে?

কমলা——

সে বন সে বন নাই তোমা বিনা মরে যাই——

লুম ঝিঁঝিট

অভিমানে মধুপানে ভ্রমরা না ধায়
ভ্রমে কাননে কাননে কাঁদিয়া——

কুঞ্জে কুঞ্জে কল কোকিলা না গায়,
নাহি তমালে তমালে পাপিয়া।
বনদেবী বিনে বিষাদ-বিপিনে
বিরোহিণী বনলতা
বুকে বিনোদ বিটপী বাঁধিয়া।

অ। কমলা——
করেছি কঠিন পণ দিব আমি বিসর্জ্জন
প্রাণের প্রতিমা মোর বিস্মৃতি-পাথারে
শেষ অনুরোধ তোমা করিলাম নিরুপমা
একবার যেও কাল মিলন-কান্তারে।
যেখানে প্রথম দেখা এ ললাটে ছিল লেখা
শেষ দেখা সেইখানে দেখিব তোমায়
যেও কাল——শেষ ভিক্ষা দিও এ আমায়।
একবার প্রাণভরে সেই শিলামঞ্চপরে
বসায়ে দেখিব তব ও শশীবদন
কমলা, সে দেখা শেষ, রাখিও স্মরণ।

(অনিলের প্রস্থান)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ

ক। আমি গেলে প্রভু তব স্বজনত যাবে না——
যাবে নেত্রজল মম মর্ম্মানল রবে না।
জীবনে বাসনা নাহি তাই মৃত্যু ভিক্ষা চাহি
দিয়াছ যে প্রাণ তুমি ফিরে কি তা লবে না।

(কমলার প্রস্থান)

ন। অভাগিনী কেন ভুলি ছলে দুরাশার?
এ চন্দ্র তারকাগত এ তারকা চন্দ্রব্রত
এ দোঁহে বিচ্ছিন্ন করা অসাধ্য ধাতার।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

যামিনী ও সখীগণের প্রবেশ।

যামিনী। সখি নবসন্ধ্যাগমে——
পূরব গগণে সমুজ্জলপ্রভা
শশী দেখা দিতেছিল;
নিঠুর পবনা কাল মেঘে আনি
হেম তনু আবরিল।
আকাশে আঁধার আঁধা দশদিক
হৃদয়ে আঁধার এল——
অকুল আঁধারে নিখেপি আমারে
সে চাঁদ লুকাতে গেল।
সে অবধি মন যেন হয়েছে কেমন
সে অবধি নাচিতেছে দক্ষিণ নয়ন
কি জানি কি হবে ভাই——
সখীগণ। এস পুষ্পকুঞ্জে যাই
মলয়ায় উদাসিনি মাতাবে জীবন।

পিলু

স-গ। মাধবীবেঠিত কামিনীকাননে
চল চল খেলিব আজি——
চল বিমল ফুলাভরণে সাজাইব তনু রে——
চুমি ভ্রমিব ফুলরাজি।
চল ধীর সমীরে গাইব ধীরে
কাঁপিবে কাননহৃদি তানে——
সখি উলসিত মানসে পোহাব রজনী রে
পাগল বনবালা সাজি।

যা। নিকুঞ্জে যাবনা আজ
চাহি না কুসুমসাজ
অলস চরণ——এই বৃক্ষতলে বসি।

(উপবেশন)

২ স। সন্ধ্যা হল——যামিনীর সমুদিত শশী——
মোদের কে আছে ভাই
আয় মোরা গৃহে যাই——

৩ স। শশী তারকার——জেনো যামিনি রূপসি।

(সখীগণের প্রস্থান)

যা। "শশী তারকার"? শশী যামিনীর নয়?
কথা মিথ্যা নহে শশী তারার(ই) নিশ্চয়।
কেন তবে শশধর যামিনী-মোহন?
কেন করে যামিনীরে কর বিতরণ?
"শশী তারকার" চক্ষে যামিনী দেখিবে?
শশধর-বক্ষে তারা যামিনী বাঁচিবে?

(উঠিয়া পদচালনা করিতে করিতে)

না না——

আমারি অনিল কে সে পাপিনী কমলা?
শশী কার(ও) নহে মিছে যামিনী উতলা।

(বিলম্বে)

দেখিব কি ভাগ্যে আছে——ভাগ্য কি আবার?
কে লভে অনিলে দেখি ক্ষমতা কাহার?
পড়ুক হিমাদ্রিশির পথরোধ করি,
ক্ষীণা নির্ঝরিণী আমি——যাইব উতরি
সে বাধা বিপুল——আমি লভিব জলধি——
আপনি বিধাতা হন প্রতিপক্ষ যদি।

প্রতিজ্ঞা অনিল মোর আমি অনিলের
মৃত বা উভয়ে——তবু নহিক অন্যের।

(গাইতে গাইতে নলিনীর প্রবেশ)

জয়জয়ন্তী

সমীর বহিবে ধীরে উচল তরুশিরে
চাঁপা হয়ে থাকিব ফুটিয়া——(সাধ যায়)
উদিলে প্রখর ভানু পত্রে আবরিব তনু
আঁখি মুদি রব লুকাইয়া——(প্রাণ চায়)।
নিশিতে নিকুঞ্জবনে হাঁকিবে পাপিয়া
নিশিপতি আবাহন-গান——
সারাদিবা-নিমীলিত নয়ন মেলিব লো
পুন সে মলয়া ফুলকান্ত ভেটিয়া।
যামিনী প্রফুল্ল প্রাণে পূজিবে প্রাণেশে
উথলিবে চাঁদিনী-পাথার——
সমীরণে বরজন করিব জীবন লো
হাসিয়া পড়িব ঝরি বৃন্ত টুটিয়া।

যা। নলিনি——
কবে থেকে বিরাগিণী নলিনী-জনমে?

ন। ছি ছি——
নলিনী-জনমে ছাই আশা নাই তৃষা নাই——
তড়াগে ডুবিয়া আছি মরিয়া মরমে।

যা। ঘুচাব সলিলবাস নলিনি তোমার
স্বর্ণচম্পক করে সম্পদবিটপীপরে
ফুটাব তোমায়, কিন্তু কহ সমাচার——

ন।　　　　ছার সমাচার——
যামিনি ভুলো না তুমি ছলে দুরাশার।
অনিল কমলাগত　　কমলা অনিলব্রত
সে দোঁহে বিচ্ছিন্ন করা অসাধ্য ধাতার।

যা। "অসাধ্য ধাতার"? ভাল করিব বিহিত——
নলিনি জান না তুমি যামিনী-চরিত।

ন। ছিলাম কমলা আমি কথোপকথনে
পশিল অনিল সেথা লতাকুঞ্জবনে——

যা। কমলা-আলয়ে?

ন। দোঁহার উন্মত্ত ভাব, আকুল নয়ন,
ঘন উষ্ণশ্বাস, তপ্ত অশ্রুবরষণ,
কাতর মর্ম্মোক্তি, বুঝি দেখিলে শুনিলে
পাষাণ গলিয়া যায় নয়ন-সলিলে।
এত আত্মহারা, আমি চক্ষের উপরে
দেখেনি তথাপি তারা সেথা অন্য পরে।
কত যত্নে করে ধরে অনিল বিনয় করে
কমলারে বলে গেল প্রিয়সম্ভাষণে
দেখা যেন করে কাল কান্তারে গোপনে।
কাল হবে শেষ দেখা বিষাদ-বিদায়
সে বিষাদে যামিনি হরষ উথলায়।
নিশি-তারা-নীলাম্বরে শশধর সাক্ষী করে
শুনিলাম স্বজনি শপথ দোঁহাকার——
চন্দ্র সূর্য্য পাক লয় বিশ্ব হোক ভস্মময়
অনিলের কমলা অনিল কমলার।

যা। "অনিলের কমলা অনিল কমলার"?
নলিনি জানিও তুমি যতক্ষণ স্পর্শি ভূমি
যামিনী বাঁচিবে, হবে অন্যথা তাহার।

নিশি-তারা-নীলাম্বরে শশধর সাক্ষী করে
আমিও প্রতিজ্ঞা করি শুন পুনর্ব্বার——
আকাশ খসিয়া যাক বিশ্ব হুতাশনে থাক
অনিলের আমি তবু অনিল আমার
মৃত বা দুজনে কিন্তু নহি অন্য কার।
সত্য যদি মিথ্যা হয়, ধর্ম্ম অধার্ম্মিক,
নলিনি আমার কথা হবেনা অলীক।

ন। অধৈর্য্য উচিত নয় ক্রোধ চিরবিঘ্নময়
অবলা বালিকা তুমি সে কথা ভাব না?

যা। নলিনি রমণী তুমি তথাপি জান না
রমণার কি চরিত্র কি উগ্র কামনা।
যে নারী মেতেছে সই বাসনা-সুরায়
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সে কি কাহারে ডরায়।
দূর করে ফেলে দাও সমুদ্রের জলে——
যে শাস্ত্রে রমণীকুলে বলহীনা বলে।
দেখগে গহন বনে নত হয়ে ধরাসনে
ভুজঙ্গী পড়িয়া আছে মুদিত নয়ান——
কিন্তু সাধ্য আছে কার আঘাতে হৃদয়ে তার?
ভুজঙ্গী অবলা নারী উভয়ে সমান।
নীলাম্বুধি-হৃদয়েতে জনমে রতন
কালান্তক জলচর (ও) করে বিচরণ——
রত্ন যে তুলিতে জানে তা হতে সে রত্ন আনে
কাঁপায়ে তরঙ্গ তোলে অবোধ যে জন,
জলচর দন্তে হয় বিচ্ছিন্ন-জীবন।
রমণী-হৃদয় তাই কর অন্বেষণ
পাইবে প্রণয়ধারা অগ্নি-প্রস্রবণ।

ধরণী চঞ্চল নয় ধরণী ত ধৈর্য্যময়
লক্ষ লক্ষ পদাঘাতে মেলে না নয়ন——
বলিবে কি শক্তি নাই ধরণী-হৃদয়ে তাই
কত জীব ভূকম্পনে হারায় জীবন——
রমণী চলিতে জানে টলিলে মরণ।
পর্ব্বত সমাধিমগ্ন অচল পাষাণ
দেখিলে ভাবিবে সেটা নিতান্ত নিষ্প্রাণ——
ভ্রম তাহা, তন্ন করে দেখি যদি স্তরে স্তরে——
দেখিবে পাষাণ বটে কিন্তু প্রাণময়——
নিদ্রাগত, জাগিলে তা ঘটিবে প্রলয়।
প্রাণের উচ্ছ্বাসে তার হবে সব ছারখার
জ্বলে যাবে জীব-জন্তু-গ্রাম-জনপদ।
নারী সে আগ্নেয় গিরি জাগালে বিপদ।

ন। যামিনি কথায় তোর প্রাণে বাজে ভয় মোর,
ভুলে যা অনিলে তুচ্ছ, ও কান্তিতে তোর
কন্দর্প চরণে পড়ি কাঁদিবে বিভোর।

যা। বলগে নক্ষত্র দলে চন্দ্রে ঘিরে নাহি জ্বলে
সমধিক কান্তিমান রবিরে বেড়িতে——
রজনীরে যুক্তি দাও চন্দ্র করে কেন নাও
নদ নদী সরোবরে ঝাঁপায়ে পড়িতে।
জানে না রজনী তারা কেন তারা আত্মহারা,
জানে মাত্র মনোবেগ ফিরাবার নয়,
কলঙ্কিত শশধর জানে, তবু মুগ্ধকর
কি আছে জানে না তায় আকৃষ্টে হৃদয়।
নারী মনে অনুরাগ কাঞ্চনে লোহার দাগ
না পোড়ালে উঠিবে না——শুন এ বিধান

মুগ্ধা যে রমণী, তার প্রেমপাত্রে ভুলিবার
সাধনা——পাষাণে বীজবপন সমান।
নলিনি হবে কি তুমি সহায় আমার?
করে কর দাও কর প্রতিজ্ঞা এবার।
মানসে যখন সাধ পরিব সে পারিজাত
এসেছি অনেক দূর ফিরিতে না পারি
করিব সরল পথ কণ্টক উপাড়ি।
বল তুমি রবে সদা পশ্চাতে আমার
ভাসায়েছি তনু——দিব উভয়ে সাঁতার।
অবশ হইলে কর করিব তোমাতে ভর
অবশিষ্ট মোর ভাগে——দেখিবে কি করি
ডুবি কিম্বা পারে উঠি বাঁচি কিম্বা মরি।

ন। করিনু প্রতিজ্ঞা হব সহায় তোমার
মরণে অন্যথা হবে প্রতিজ্ঞা আমার।

যা। আমিও করিনু পণ সাক্ষাতে তোমার
এ বিপদে যদি কভু হতে পারি পার
দাসী ভাবে পূজা করি স্বর্ণসিংহাসনোপরি
বসায়ে রাখিব তোমা——সতত সাদরে
সেবিব——সমীর যথা সেবে রত্নাকরে।
জানি না কে আছে কোথা——কক্ষে মনোমত
চলগে মন্ত্রণা করি কি যুক্তি সঙ্গত।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ

ভীমরাজ ও রাণী।

ভী। ইচ্ছা করে লভি আমি পাশব প্রকৃতি
নির্ম্মম নির্দয় ক্রোধে ক্রূর পশুবলে
নখদন্তে ছিন্ন করি মুণ্ড পাপিষ্ঠের
শীতলি প্রদীপ্ত ঘোর প্রতিহিংসানলে।
অথবা অসুর-বক্ষ সুরেন্দ্র যেমতি
বজ্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করেছিল রোষে,
চূর্ণ করে ফেলি পাপ কলেবর তার
হৃদয়স্থ অগ্নিতৃষা নিবারি সন্তোষে।
এত দর্প এত স্পর্দ্ধা এত তেজ তার?
হেমন্তের ফণী আমি গর্জ্জিব কি ছার।

গর্জ্জিব কি? পড়ে আছি আবদ্ধ শৃঙ্খলে
পতঙ্গ উঠিছে তাই মৃগেন্দ্র-মস্তকে——
গর্জ্জিব কি? সশরীরে সমুদ্র উঠিয়া
গর্জ্জিতে নিষেধ করে দুর্দ্দান্ত পাবকে।
কে জানে মার্ত্ত্যণ্ডপ্রাণে কি যাতনা জাগে
কাদম্বিনী-আবরণে ঘন বরষায়——
কে জানে খদ্যোত-দীপ্তি অমা-অন্ধকারে
সমুচ্চ শশাঙ্ক-প্রাণে কি ঘৃণা জাগায়।
নীহার-প্লাবিত-গিরি মৃত ভাবি মনে
শীর্ণ তরু বাহু তোলে উঠিতে গগণে!

কি বলিব এখন (ও) দিন রাত্রি হয়
এখন (ও) ধর্ম্মের চাকা ঘুরিছে আকাশে——

পাতকে নক্ষত্র খসে——পুণ্যে বৃষ্টিপাত——
এখন (ও) অসত্য কাঁপে সত্যের নিশ্বাসে।
কি বলে গুরুর আজ্ঞা করিব লঙ্ঘন ?
করেছি যে অঙ্গীকার ঠেলিব কেমনে ?
প্রতিজ্ঞার সিংহাসনে ক্রোধে কি বসাব ?
কাঁপে তরু——অচল না কাঁপে সমীরণে।
চূর্ণ হোক——দগ্ধ হোক——ভস্ম হোক প্রাণ——
গুরু আজ্ঞা রোক——হোক দেহ অবসান।

রা। মহারাজ——মহারাজ——ক্রোধে দর্পে নাহি কায——
দূর কর মান অভিমান——
দিবা যদি গেল চলে প্রদোষে তুষাগ্নি জেলে
কেন কর আরক্ত বয়ান ?
কটা দিন বাকী আর কেন তেজ বীর্য্য ছার
কার পরে কর তুমি রোষ ?
পড়ে বজ্র——পাত শির——হিমালয় সদা স্থির
নাহি ধরে গুণ-দোষাদোষ।
থাকুক দর্পীর দর্প——পুষ্পলতা-কালসর্প
আমাদের কায কি বাছিয়া ?
সুখী যেবা দর্প করে তার দর্প-সুখ হরে
লাভ কি মানসে ব্যথা দিয়া ?
পাতালে ডুবিছে নীর জীবনের স্রোতে বীর
চেয়ে দেখ পড়েছে যে ভাটা——
পবন-পরশে আর সাজে কি হে পারাবার
ভীম রঙ্গে তুফানেতে ফাটা ?

ভী। নারীর উচিত কথা কহিয়াছ রাণি
নারীমুখে ভাল সাজে তোমার ও বাণী।
তুমি কি বুঝিবে বল কি সুধা কি হলাহল ?

তুমি কি বুঝিবে বীর-হৃদয়-নির্ম্মাণ ?
তুমি কি বুঝিবে দর্প মান অভিমান।
তুমি বুঝিবে না প্রতিহিংসা-পিপাসার
কি ঘোর দাহিকা শক্তি কি তেজ দুর্ব্বার।
তুমি বুঝিবেনা রাণি শক্রশিরে বজ্র হানি
যত সুখ, নন্দনকাননে তাহা নাই——
বুঝিবে না বীর কেন উন্মত্ত সদাই।
বুঝিবে না বীরপ্রাণে কিবা শ্রেষ্ঠকাম——
কি রক্ত বীরের বক্ষে বহে অবিরাম।
জীবনে ফিরে না টান, এক স্রোত বহমান,
ডুবি যে পাতালে তাহা পবন-অভাবে——
পবন বহিলে হৃদে ফুলিব প্রভাবে।
বৃদ্ধ বৃক্ষ নবোৎসাহে চাহে প্রভঞ্জন
শত যৌবনের তেজে আহ্বানে সে রণ।
হৃদয়স্থ লতা হায় মলয়ায় মূর্চ্ছা যায়——
বল্লরী-বিটপে রাণি প্রভেদ বিস্তর
এক ননীখণ্ড, অন্য লৌহের মুদ্গার।

রা। ছার বৃক্ষ লতা ছার বল না জীবনাধার
কার দর্প কে হরিতে পারে ?
রণ প্রতিহিংসা কিবা কিবা এ রজনী দিবা
কেবা শক্র——মিত্র বল কারে ?
সমুদ্রপুলিন'পর বালিতে বেঁধেছ ঘর
এক তোড়ে উড়াবে ভাব না——
ধরো না ধৃষ্টতা মোর হে নাথ নিদ্রার ঘোর
দূর কর——আসিবে ধারণা।
স্বপনে ফিরিছ তুমি স্বপ্নময়ী লীলাভূমি,
বিধাতার খেলার পুতুল

এই আছ এই নাই কল চলে চল তাই,
শক্তি তেজ দর্প সব ভুল।
এ স্বপ্ন কদিন রবে মিছে কেন মহাহবে
নিজে নিজে কর কাটাকাটি——
কার রাজ্য কার ধন কার তরে কর রণ ?
রত্নহীরা সকলিত মাটী।
কেবা জেতে কেবা হারে কে কারে কি দিতে পারে ?
মিছে মিছে তোল কেন গোল ?
প্রাণে শান্তিধন রাখো বাকি কিছু দেখোনাকো,
কাদা নিয়ে তুলো না কল্লোল।
চায় রাজ্য চায় ধন কর তারে বিতরণ
প্রাণধন কৃপণ কি লাগি ?
চল নিরজনে যাই পরস্পর মুখ চাই
করি বাস সুখশান্তিভাগী।

ভী। রমণীর সুখশান্তি পুরুষের নয়——
সে পাপে সঁপিব রাজ্য ? করিব বিনয় ?
পামরের অহঙ্কার এত মদগর্ব্ব তার
সমরের ভয় মূঢ় আমারে দেখায় ?
মহাকালে মৃত্যুভীতি বুঝাইতে চায়।
বলিয়াছে দুরাচার লইলে শরণ তার
অব্যাহতি দিবে মোরে ; আমি কি পাষাণ ?
বিতরিব রাজ্য তারে ? মৃত কি এ প্রাণ ?
বুঝি আমি রাণি জীবলীলা স্বপ্নময়——
বুঝি এ বিপুল বিশ্ব ইন্দ্রজালময়——
করিব কি তা বলিয়া তেজবীর্য্য পাসরিয়া
গৈরিকে সাজায়ে তনু যাব কি গহনে ?
চিতা-ভস্ম-ফোঁটা ভালে দিব কি যতনে ?

"যেকদিন বাঁচ ভবে অজর অমর ভাবে
ধরণীর শোধ ঋণ" ঋষিবাক্যসার——
পুরুষ হইলে কথা বুঝিতে আমার।

(নলিনীর প্রবেশ)

রা। নলিনি, একাকী কেন, কমলা কোথায়?
ন। কোথায় গিয়েছে বুঝি——
ভী। একা কোথা যায়?
ন। (নিরুত্তর)
রা। ঘরে বুঝি আছে তার
ভী। আনত ডাকিয়া তারে——
ন। দেখিয়াছি ঘরে নাই
রা। তবে বা উদ্যানধারে?
ন। উদ্যানে কমলা নাই, আসিনু উদ্যান হতে——
ভী। কোথা সে একেলা যায়, ভ্রমে কার আজ্ঞামতে?
কেন তুমি ছাড় তারে?
ন। (নিরুত্তর)
রা। তবে সে কোথায় গেল?
কতক্ষণ গিয়াছে সে সন্ধ্যা যে হইয়ে এল।
নলিনি সে কোথা গেছে?
ন। (নিরুত্তর)
ভী। নলিনি উত্তর দাও——
ন। (নিরুত্তর)
ভী। নলিনি আমার কথা অমান্য করিতে চাও?
ন। (নিরুত্তর)
রা। কি নলিনি কথা কও——
ন। বল কি কহিব কথা
পিতা মাতা তোমাদের কেমনে দিব গো ব্যথা?

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুটীর

শিবব্রত

(স্তোত্র)

মঙ্গলময় পরমারাধ্য যোগীশ্বর হে
অচিন্ত্য চিন্ময় অনুপম-জ্যোতি——
সুধাংশু-দিনকর—নখর-অলঙ্কৃত
অগণন সুশোভন ব্রহ্মাণ্ড-পতি।
অন্ধ নয়নহারা কান্তারঘোরে
ঘোরা তামসী নিশি চিত্ত শিহরে——
কান্ত করুণা কর দীপ্ত আলোক ধর
ভ্রান্তিতম হর ভ্রান্তগতি।

(করযোড়ে উর্দ্ধমুখে)

দিন যায়——হে দীন বান্ধব——দিন যায়——হায়
হল না যে কায——
গেল না চিত্তের মলা কোথায় বসাই তোমা
হে হৃদয়-রাজ।
প্রাণময়! অন্ধ হয়ে মুষ্টিপূর্ণ ধূলি লয়ে
জীবন-উৎসব আমি করিনু যাপন
তুলিনু কণ্টক ফেলি কুসুম রতন।

রত্নহার তেজি——আমি ভুজঙ্গের মালা গাঁথি
পরেছিনু হায়
বিষে জর জর দেহ——সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল
দংশন-জ্বালায়।
কি হবে কি হবে নাথ——কবে হবে দৃষ্টিপাত?

কবে এ দুরন্ত জ্বালা ঘুচিবে আমার?
কবে বরষিবে প্রাণে স্বর্গ-সুধাধার।

হে প্রাণবল্লভ! কবে ছড়ায়ে পড়িবে প্রাণে
তোমার মহিমা?
চিত-অমা-অন্ধকারে কবে তব প্রেমজ্যোতি
ফুটাবে পূর্ণিমা?
হৃদয়-কমলেশ্বর! কবে তব স্বর্ণকর
বিকশিত করিবে এ হৃদয়-কমলে?
এ মন-মরুভূ কবে ভাসিবে হে জলে?

দিন যায়——প্রাণ চায় ধরি আমি তারে——
তারে আনি ফিরাইয়া——
পারি না চাহিয়া থাকি——পারি না কাঁদিতে থাকি——
গতি কি ভাবিয়া?
মৃত্তিকা কোমল করি বীজ দিব তদুপরি
অঙ্কুর হইবে তায় তবে ফুল হবে——
তাহাতে পূজিব তোমা——সময়ে কুলাবে?

(ভীমরাজের প্রবেশ)

রাজন মঙ্গল সব?

ভী। দেব! অমঙ্গল——

শি। অমঙ্গল?

ভী। প্রজ্জ্বলিত পুরীমাঝে বসতি যাহার
মঙ্গল মঙ্গলময় কোথায় তাহার?
দিবানিশি অগ্নিশর বাজে যার প্রাণে
শীতল মঙ্গলছায়া সে কেমনে জানে?
প্রভো মোর অঙ্গীকার কতদিন স্থায়ী আর?
আর কতদিন রব বদ্ধ নাগপাশে?
কতদিন জ্বলিব এ জ্বলন্ত পিপাসে?

শি। অহিংসা ধর্ম্মের সার—.—ধর্ম্মপথ সুকুমার——
জীবের সে পথ বিনা কোন পথে গতি ?
কোন পথে যেতে তোমা দিব অনুমতি ?
পেয়েছ অমূল্য জন্ম মানব-জীবন
কি উদ্দেশ্য জনমের করেছ সাধন ?
ধরণীর কোন ঋণ শোধিয়াছ জ্ঞানহীন ?
দিন দিন যায় দিন ভাব কি সে কথা ?
এখন (ও) উন্মত্ত ভাব এত অধীরতা ?
জনক স্থানীয় আমি, তুমি সুসন্তান,
তোমায় মঙ্গলযুক্তি করিব ত দান।

ভী। সুমঙ্গলযুক্তি আছে দিন সে বিধান
বধিয়া জুড়াই নিজে আপনার প্রাণ।
আর যে সহেনা প্রাণে——চন্দ্রপতি-অপমানে
চূর্ণ হল পঞ্জরাস্থি চিত ভষ্মময়——

শি। অচল অচল সদা নিষ্কম্পহৃদয়।

ভী। অচল অচল রহে শান্তিশোভাময়——
হৃদয়স্থ শিলা তার ভাঙ্গিলে কি রয় ?

শি। বৎস ধর উপদেশ——প্রবৃত্তি-দমন
কর——পূজ্য প্রবৃত্তি-বিজয়ী যেই জন।
উগ্র প্রবৃত্তিতে থাকা সর্প-বাসে প্রাণ রাখা
অভিন্ন——আপদময় সতত জীবন
পশুর নিকৃষ্ট ঘৃণ্য দুষ্প্রবৃত্তি জন।
যে জন প্রবৃত্তিবশে——ধরণীর কুপুত্র সে——
অস্পর্শ্য সলিল তার অপবিত্র দেহ
পাপমূর্ত্তি সে জন, নরক তার গেহ।
কারে তুমি কহ মান ? কারে কহ অপমান ?
ক্রোধ ক্রূর ধর্ম্ম আগে কর পরিহার——

হৃদয়-কুসুম-কীট প্রবৃত্তি দুর্ব্বার।

ভী। আসিতেছে চন্দ্রপতি আহ্বানিয়া রণ
আমি কি প্রবৃত্তিজয় শিখিব এখন ?

শি। (স্বগত) রে অন্ধ সংসার জীব অপরাধ নাই
মোহ-মলাচ্ছন্ন তব অন্তর সদাই।
উপদেশ-বাক্য মোর বিষাক্ত বাজিবে তোর——
(প্রকাশ্যে) রাজন চন্দ্রপতি না করিবে সমর
অকারণে উদ্বেলিত করোনা অন্তর।
যাও তুমি কর্ম্মে নিজ——

(রাজার প্রণামান্তর কুটীরবাহিরে আগমন)

ভী। সকলি ভাগ্যের চক্র, অলক্ষে থাকিয়া
ফিরিছে সে শত্রু মোর বিবাদ সাধিয়া।
কি জানি কি ঘটিবে যে——দুয়ারে অরাতি সেজে——
অঙ্গীকারবদ্ধ আমি করিব না রণ——
লইতে হবে কি শেষে শত্রুর শরণ ?

কি ?

জনমি কেশরী লব শৃগাল শরণ ?
এই জন্য সযত্নে কি রেখেছি জীবন ?
নাহি কি রে তরবার নিজ বক্ষ খণ্ডাকার
করিতে কি পারিব না ? লইব শরণ ?
ভীমরাজ শত্রুকৃপা করিবে বহন ?
করিয়াছি অঙ্গীকার রণে নাহি অধিকার——
অধিকার গিয়াছে কি আপন জীবনে ?
রক্ত চাই——রক্ত চাই——শত্রুরক্ত নাহি পাই
নিজ রক্তে নিবারিব এ মর্ম্মদাহনে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মিলন-কুঞ্জ

অনিল

অ। এই লতাকুঞ্জ অই সমুদ্রের ধার
এইখানে হারাইনু জীবন আমার।
সে স্মৃতি কি স্বপ্নময়——ঘোর ঝড় বৃষ্টি হয়
দেখিলাম প্রতিকৃতি শান্ত চপলার।
পরে জলধির তীরে সে মধুর স্বর ধীরে
যে দিন ছড়ালে প্রাণে সঙ্গীত বীণার
নব প্রাণ হল প্রাণে সে দিনে সঞ্চার।
তারে যে হেরিয়া কভু মিটিল না আশ
যত শুনি কথা তার——শ্রবণপিয়াস
তত যে বাড়িতে থাকে——ডুবে যাই অনুরাগে——
কোন প্রাণে ভুলি তারে দিব রে বিদায়?
কি হবে বৃন্তের যদি কুসুমে হারায়।
গভীর বসন্ত রাতে চন্দ্রমার তলে
চারিধারে বিশ্বময় চাঁদিনী উথলে——
মধুর সমীর বয়——উদাস আবেশময়
অলস হৃদয়ে ওঠে অশরীরী সাধ
মিশাতে এ তপ্ত তনু চন্দ্রমার সাথ——
সেই বসন্তের চাঁদ কমলা যে মোর
চাহিয়া কমলাপানে হয়ে পড়ি ভোর——

ভাবি হেন শক্তি পাই কমলায় মিশে যাই
কমলা হইয়া পড়ি থাকি কমলায়
তা হলে কমলাহারা কে করে আমায় ?
হেন শক্তি নাহি কোন যোগসাধনার
অনিল কমলা হয় ?——শিক্ষা করি তার।
ভাবিতে বসিলে তারে——ধেয়ানে তাহার
ফুরায় অমরজন্ম——মানব কি ছার ?
যথা প্রাণীশ্বাস নাই বিজন বিপিনে যাই
সে ইষ্ট প্রতিমা যদি পাই পুরোভাগে——
সন্ন্যাসী হইয়া থাকি সে মাধুরীরাগে।
শত স্বর্গ পায়ে ঠেলি বৈকুণ্ঠ পাতালে ফেলি——
সৃষ্টি-লয়-তুচ্ছ-কথা তুলি না শ্রবণে——
অঘোর হইয়া থাকি অনন্ত স্বপনে।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা মানস-বন-বসন্ত আমার
এস এ মিলনকুঞ্জে——তৃষা বাসনার
মিটে না দেখিয়া তোমা——বস তুমি নিরুপমা
তবু দেখি জন্মমত——দেখিব না আর——
কমলা——কমলা——হায় কি হবে আমার ?

সিন্ধু

ক। এ ধরণী বড় বিষময়
হেথা শুধু তৃষা জ্বলে পোড়াতে হৃদয়।
জনমে শুকাতে ফুল দুঃখ হেথা সুখমূল
এ দেশে কনকানলে অতুল প্রণয়।

অনিল এ ধরা বড় কঠোরতাময়।

(হস্ত ধরিয়া)

প্রাণনাথ এ ধরণী আমাদের নয়।

অতীত উত্তর ভাবি আঁখি মুদি ত্রাসে।
এত যে কঠিন প্রাণ হয়ে পড়ে ম্রিয়মাণ
প্রভঞ্জন-সন্তাড়িত লতার মতন
ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ি নুয়ে পড়ে মন।
সখি রে চখের জলে বুক ভেসে যায়
বুকে যেন শ্বাস বাধা গুমরি তাহায়।
হেমন্তের গিরি সম ভাসে কলেবর মম
এই মুছি——এই ভাসে——আঁখি না শুকায়।
যে জলদ চিরসখা তার অযতন
মেঘময়ী বিজলির বাজে লো মরণ।
তাই সে পারে না তার নিবারিতে দুর্নিবার
প্রাণের অনল-রাশি-প্রবল-উচ্ছ্বাসে——
নীরদে বিদীর্ণ করে ভীম অট্টহাসে।
শেষে করে অবসান অধীর উন্মত্ত প্রাণ
আছাড়িয়া পড়ি উচ্চ শৈলাঙ্গে আপনি——
কেঁপে ওঠে ধরাধর কাঁপে লো ধরণী।

আলাহিয়া

অ। মানস অবশ কেন রে——
জীবন যে জর জর হইল বিষের শরে।
রজনী হইল ভোর লীলা-অভিনয়ে মোর
জবনিকা কোথা——কত কাঁদি রে প্রান্তরে।

ন। দেখ্ লো কাতর হয়ে পড়েছে অনিল——
যা তুই বরষি তোর নয়ন-সলিল
অনিলের বক্ষস্থল কর্ দেখি সুশীতল——
হৃদয়ে নিগে যা তুলে হৃদি-দেবতায়
আমি যাই——কাল সাঁজে পাইবে আমায়।

(যামিনীর মিলনকুঞ্জাভিমুখে গমন)

ন। উঠেছি আধেক শূন্যে নামিতে না পারি
দেবতা বলিতে পারে জিতি কিম্বা হারি।

(প্রস্থান)

মিলন কুঞ্জের নিকটে যাইয়া
যামিনী——

মিশ্র বারেঁায়া
কি করিতে লভিনু জনম
কোন্ ব্রত হইল সাধন ?
কার তরে——রে অবোধ প্রাণ ! শুকাইল সাধের জীবন।
কেবা তোর চাহে আঁখিধার ? জগতে কে তোর আপনার ?
বৃথায় হৃদয়ে কেন কুঠার হানিলি রে——
যাতনা কিনিলি অকারণ।

অ। একি ? যামিনীর কণ্ঠস্বর——
যা। হাঁ অনিল আমার (ই) কণ্ঠস্বর——
অ। যামিনি কি লাগি একা ভ্রমিছ হেথায় ?
যা। যামিনি অনিল-আশে কোথা নাহি যায় ?
অ। (বিরক্ত ভাবে) গৃহে যাও——একি একা ভ্রমিবার স্থান ?
যা। তুমি যথা স্বর্গ তথা যামিনীর জ্ঞান।
তুমি কেন একা হেথা——কেন গো অনিল
দর দর বহিতেছে নয়ন সলিল ?
মধুর প্রদোষে হেন মন্দারে নীহার কেন ?
হা অনিল বল মোরে মানসের ব্যথা
তরু দুখে দুখী, তরু সুখে সুখী লতা।
অনিল তোমার ক্লেশ আমার কি নয় ?
কেন মৌন ভাবে ? ওযে বিঁধিছে হৃদয়।
যামিনীর প্রাণাধার চাহ তারে একবার

শান্তির আলোকমাখা·তোল গো বদন——
সে আলোর ছায়া যে গো আমার জীবন।

অ। যামিনি ভ্রমিছ তুমি একাকিনী বনে ?
কোথা তব দাস দাসী ? এলে কার সনে ?
কি প্রলাপ বকিতেছ পাগলের মত ?
বিজনে পুরুষালাপ কভু কি সঙ্গত ?
নারী তুমি——ধৃষ্টতা নারীর ভাল নয়——
ধৃষ্টা নারী লবণাক্ত সলিল নিশ্চয়।
ত্বরা গৃহে ফিরে যাও——পিতার সাক্ষাতে
নহিলে সকল কথা কহিব পশ্চাতে।

যা। (স্বগত) কমলা কি এসেছিল দাস দাসী সনে ?
আমি লবণাক্ত জল সুতিক্ত সেবনে——
কমলা অমৃত তব ? আমার প্রলাপ ?
কমলার প্রেমকথা বীণার আলাপ ?
বিজনে পুরুষালাপ অন্যায় আমারি ?
কমলার কাছে তুমি হয়েছিলে নারী ?
তুমি কি কহিবে আমি অগ্রেতে তোমার
কহিব পিতায় তব শুভ সমাচার।

অ। যামিনি করোনা হেলা কথা শোন মোর
গৃহে যাও——

যা। না অনিল হয়ো না কঠোর——
বলে যাব আছে কথা কিছুক্ষণ রও
তুমি ভাব পর মোর তুমি পর নও।
কৈশোরে জনক মোর সঁপিয়া তোমায়
যাইলেন পরলোকে দুঃখিনী কন্যায়——
সে অবধি আমি জানি——তুমি স্বামী——তোমা মানি

দেব সম——সে অবধি এ মনোমন্দিরে
প্রতিষ্ঠা তোমার— —পূজি প্রেমভক্তিনীরে।

অ। বালিকা তোমার মুখে কবিত্বের গান
শুনিতে আমার নহে লালায়িত প্রাণ।

(প্রস্থান)

ষা। বুঝি আমি কার তরে লালায়িত তুমি
(বিলম্বে) শুন গো বনদেবতা শুন জন্মভূমি
ধরিত্রি——ক্ষত্রিয়া যদি হই বাস্তবিক——
অনুরাগ যদি মোর না হয় অলীক——
যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি পূজা মনে মনে
করিব——করিব পূর্ণ——যে করে যেমনে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান

নলিনী ও যামিনী

যা। ভুলিব তাহারে———
পঞ্জরের প্রতি অস্থি ছিন্ন যদি হয়
শত বজ্র বক্ষ যদি করে ছারখার
অকালে জীবনযন্ত্র পায় যদি লয়
সহস্র বৃশ্চিক যদি দংশে অনিবার——
ভাসিব প্রসন্ন মুখে যন্ত্রণা-পাথারে
করিব সাধনা আমি ভুলিতে তাহারে।
তৃষ্ণায় বিশুষ্ক কণ্ঠে কাটাব জীবন
হৃদয়স্থ মূর্ত্তি তার দিব বিসর্জ্জন।
সে মুখ দেখেছি শেষ দেখিব না আর
দৃষ্টিরে বশতা শিক্ষা দিব অকাতরে——
দগ্ধ হই—চূর্ণ হই—এ সাধনা সার
সে থাকে দক্ষিণে যদি ছুটিব উত্তরে।
করিব যে করে পারি প্রতিজ্ঞা সাধন
হৃদয়স্থ মূর্ত্তি তার দিব বিসর্জ্জন।*

ন। ভুলিবে তাহারে? কারে? বল দেখি কে সে?
কাহারে পাঠাতে চাও বিস্মৃতির দেশে?
ভোলা কি কথার কথা? ভুলিলেই হয়?
মাটীর পুত্তলী ভাঙ্গা লাগে না সময়?
করিবে যে করে পার প্রতিজ্ঞা সাধন——
কি প্রতিজ্ঞা ভাবিবে কি সাধিবে যখন?
আপন ক্ষমতা তুমি জান না আপনি

ভাব শুধু বলবতী——ভাব না রমণী।
ক্ষমতার কি ক্ষমতা ঘুচাতে প্রণয়
পাগলিনি——রক্তমাংসে ভালবাসা নয় ?
প্রাণের মন্দিরদ্বার খুলি একবার
দেখ দেখি কটি প্রাণ সাধক কে কার ?
তুমিত ভুলিবে তারে কোথা তব প্রাণ ?
সে কভু ভুলিবে কি সে দেবের ধেয়ান ?
ভুলিবে যে করে পার——কিন্তু ভেবেছিলে ?
তুমি কে ভুলিতে তারে——প্রাণ না ভুলিলে ?

যা। আমি কে ভুলিতে তারে ? দেখিবে ভুলিব——
দেখিবে তাহার প্রেম বিসর্জ্জন দিব।
পাষাণে পড়েছে আঁক সহজে না ওঠে
অর্দ্ধেক পাষাণ নয় ফেলে দিব কেটে।
থাক শিরে মণি করে রাখে বিষধরী
না থাক দন্তের বাধা যাবে না উতরি।
তাহারে ভুলিতে হবে——না ভুলে হবে না——
এতে যদি প্রাণ যায় যামিনি চাবে না।

(সখীর প্রবেশ)

স। রাণী মা যামিনী তোমা করিল স্মরণ।

যা। বল অবিলম্বে তাঁরে করিব দর্শন।

ন। শোন যামিনি——
কমলা কণ্টক ছিল বিধাতা সরায়ে দিল
প্রভাতে কমলাভার বহিবে না ধরা
শূন্যে উড়ে যাবে তার প্রণয়-পসরা।
বিঘ্ন বাধা পিছে ফেলে নদী মাঝে চলে এলে
তুফান হইল স্থির আপনা আপনি——
সাধে কি ডুবাবে শেষে সাধের তরণী ?

কথা শোন, করে লক্ষ্মী ঠেলিও না পায়
তুলেছ কুসুম যদি মালা গাঁথ তায়।
একেবারে নাহি হলে ডুবো না নিরাশাজলে
প্রভাতে হলো না ভাব হইবে সন্ধ্যায়——
পর্ব্বতে উঠিতে গেলে ব্যথা লাগে পায়।
প্রতিজ্ঞা করিছ তুমি কেন ভুলিবারে?
প্রতিজ্ঞা কর না ভালবাসাবে তাহারে।
প্রবল নদীর স্রোত বাঁধে হয় অবরোধ
দাবানল নিবে যায় সলিল-বর্ষণে——
মানবের অসাধ্য কি আছে ত্রিভুবনে?
কি ছার মানব মন বৈশাখী তটিনী
সতত চঞ্চল——তারে ডরাও যামিনি।
প্রতিজ্ঞা কর না কেন ব্যথা যে দিতেছে হেন
মন দিয়া মনব্যথা ঘুচায়ে সে দিবে——
পায়ে ঠেলে আজ কাল মাথায় পরিবে।
সাধনা কর না যায় চন্দ্র লোটে তারা-পায়
নীরদ কাঁদিয়া পড়ে চাতকী-চরণে——
স্থির সাধনার সাধ্য সকল (ই) ভুবনে।

যা। নলিনি শৈশবকালে ছিলাম চঞ্চল
উদ্ধত প্রকৃতি অতি——অতি অভিমানবতী——
কথায় কথায় চক্ষে জ্বলিত অনল——
শিখিনি রোদন——ক্রোধ আছিল প্রবল।
জনক আদর করে সাজাতেন সদা মোরে
সুকুমার যোদ্ধৃবেশে দেখাত সুন্দর——
চুমিতেন কোলে লয়ে কপোল অধর।
পরি বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ লয়ে তূণপূর্ণ বাণ
ভ্রমিতাম সদানন্দে ছুটিয়া ছুটিয়া——

কভু একা বনে বনে কভু অনিলের সনে
কভু চাহিতাম রণ রাজায় শাসিয়া।
"বিধাতার ভ্রান্তি একি" কহিত আমারে দেখি
যুবা বৃদ্ধ সকলেই বিস্ময়ে চাহিয়া——
"কোমল বালিকা চিতে আছে কি এ তেজ দিতে
এত শক্তি বৃথা যাবে নিস্তেজে ডুবিয়া।"

নলিনি——

কোথাদে পলাল দিন বলিতে পারি না
সে খেলা কোথায় গেল কি জানি জানি না।
চিত্তের বিকাশ সনে ভাবিতাম মনে মনে
বাল্যের সে চিত্তশক্তি হয়েছে নির্ব্বাণ——
আজ বুঝিতেছি তাহা নহে গতপ্রাণ।
আছে অগ্নি ভস্ম চাপা আজ বুঝিয়াছি
বুঝিয়াছি সে যামিনী আজও আছে বাঁচি।
আসিও দুদিন পরে বলিব যা হয়
ন। প্রমাদ পড়িলে জেনো ধৈর্য্যে শুধু জয়।

(যামিনীর প্রস্থান)

ন। কাঁটা দে তুলিব কাঁটা বিঁধেছে চরণে
পাইব কনকপদ্ম যাইব না বনে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ

চন্দ্রপতি ও রাণী।

রা। রাজন চাহিবে কবে?
জিনিয়া কুমার কুমার আমার
কত দিন আর কুমার রবে?
সুখৈশ্বর্য্য হেন সব শূন্য যেন
গৃহলক্ষ্মী বিনা মোর——
বধূ বিনা গেহ রক্তহীন দেহ
নাহিক প্রভার জোর।
ঘরে দোরে চাই বাঁধাবাঁধি নাই
কে দেখে কেবা কি করে——
সকলি শিথিল——কবে গো অনিল
বধূরে আনিবে ঘরে।
মরণে প্রণমি কিনেছিতো জমি
মহা-পরবাস-দেশে——
নব-বধূ-মুখ নিরীক্ষণ-সুখ——
কপালে হবে না শেষে?
চিনেছ সমর সমরেই ভর
ঘরেত দেখ না চাই——
অরুণ নবীনে নবীন নলিনে
মিলাতে কি সাধ নাই?

চ। বলেছিনু রাণি তাই
এস না পশ্চাতে আমি আসিব একাই।
রমণী ভোলে না ধর্ম্ম থাকুক যেথাই
যুদ্ধক্ষেত্র কি শ্মশান গৃহস্থালি চাই।

নব বধূ——নব বধূ ? বৃদ্ধ কি কুমার ?
বিবাহের বয়ক্রম হয়েছে কি তার ?
আজ দুই বর্ষ ধরে আছি রণসজ্জা করে
শত্রুপুরে করি বাস শিয়রে অরাতি——
এই কি সময় আমি ও আনন্দে মাতি ?
ঘরেত রহেছে বধূ শূন্য কেন ঘর ?
যামিনী কে ? অনিল ত যামিনীর বর।
মৃত্যুকালে করে ধরে শপথে আবদ্ধ করে
বাল্যসখা বীরব্রজ মুদিল নয়ন
"অনিল যামিনীপতি"——নাহি কি স্মরণ ?
স্বীয় তনয়ার মত স্নেহে যত্নে অবিরত
কেন পালিতেছি তারে——কেহ নাহি তার
জানি সে অনাথা——হবে কন্যাই আমার।

রা। আমার স্মরণ আছে ভেবেছিনু মনে
সে কথা বুঝি বা নাহি তোমার স্মরণে।
জানি আমি যামিনী অনিল-গত-প্রাণ
রূপে বালা জ্যোতির্ম্ময়ী অপ্সরা সমান।
কোথা সে ?——কদিন যেন হয়েছে কেমন
এখনও এলো না আমি করেছি স্মরণ ?

(যামিনীর প্রবেশ)

কেন মা মলিন কেন হয়েছে গা মুখ
দেখি দেখি সহসা কি হয়েছে অসুখ ?

যা। না মা না অসুখ নয় জানি না কেমন হয়——

রা। কোথা ছিলি ? মুখে বুঝি লেগেছে মা রোদ——

যা। মা গো না——মানসে যেন হয় ভার বোধ।

চন্দ্র। যামিনী আমার কন্যা অসুখ কি মনে
দাস দাসী ক্রটী কিছু করেছে যতনে ?

যা। না পিতা তোমার স্নেহে সর্ব্ব সুখ আছে দেহে
অযত্ন করিবে মোরে কেন দাস দাসী ?
সকলে আমার সুখ শান্তি অভিলাষী।
যার অযতনে মন কাঁদে—তার অযতন——
বড় বাজে প্রাণে——

রা। কে মা অযতন কার ?
অনিল কি দেছে মনে বেদনা তোমার ?

যা। নব এক সহচরী হয়েছে আমার——
সমুদ্রপুলিনে মা গো আছে যে কান্তার
কাল তারে সঙ্গে করে গিয়াছি তথায়
সান্ধ্য ভ্রমণের ছলে বন-নিরালায়।
দূরে মানবের কথা পশিল শ্রবণে
গেলাম——কে কহে কথা ? দেখি মা নয়নে
অনিলের কর ধরে কাঁদিতেছে ভগ্নস্বরে
কে এক যুবতী——দূরে ভীম কলেবর
অনুমানি রক্ষী——তারে ভৎসিছে বিস্তর।
বিস্ময়ে অবাক আমি বৃক্ষ পাশে থাকি
দেখিতে লাগিনু তথা চক্ষু কর্ণ রাখি।
সবলে সে যুবতীরে ভাসায়ে নয়ননীরে
লইয়া চলিয়া গেল অনুচরগণ।
দাঁড়ায়ে অনিল ভূমে রাখিয়া নয়ন।
কমলা শুনিনু পরে নাম যুবতীর
এক মাত্র কন্যা নাকি চম্পা-ভূপতির——

চ ও রা। (একস্বরে) সে কি ?

চ। কে আছ বাহিরে

(একজন রক্ষীর প্রবেশ)

চ। কুমার কোথায়?
বল আজ্ঞা মোর ত্বরা আসিবে হেথায়।
র। যথাজ্ঞা। (রক্ষীর প্রস্থান)
য। মা গো সে চলিয়া যেতে পশিনু সে কাননেতে
অনিল আমারে দেখি ক্রোধ মূর্ত্তিমান——
কি বলিব করিল মা কি যে অপমান।
অজস্র অকথ্য গালি করিল বর্ষণ
নীরবে হৃদয়ে সব করিনু বহন।
(অনিলের প্রবেশ)
চ। অনিল পৌরুষ ভাব নারী-অপমান?
বীর! একি বীর-চিত্ত-উচ্চতা-বিধান?
জান তুমি পুত্র কার? কোন বংশে জন্ম তার?
কুলের কলঙ্ক হও দেখায়ো না মুখ——
ভাবিব অপুত্র আমি নাহি তায় দুখ।
কোমল শৈশব হতে শিখায়েছি বিধিমতে
প্রাণ ছার মান সার কোরো ইষ্ট জ্ঞান——
সে জ্ঞান হল কি শেষে এই ফলবান?
আততায়ী-কন্যা লয়ে ভাসিতেছ সুপ্রণয়ে?
হে বীর-গৌরব! ভুলে রণ-চিন্তা কর?
ক্ষত্রিয় সমর ভুলি প্রমোদে বিহর?
মাসান্তে বিবাহ তব যামিনীর সনে
আপনা প্রস্তুত কর উদ্বাহ-বন্ধনে।
অ। মাসান্তে বিবাহ মোর? যামিনীর সনে?
পিতা বিবাহেতে মতি না আছে আমার——
বিবাহ করিব মন চাহিবে যে জনে
যামিনী ভগিনী মোর অধিক না তার।
কমলা অরাতিকন্যা কথা বাস্তবিক

প্রাণাধিকা সে আমার নহে তা অলীক——
কে শত্রু কে মিত্র প্রিয় কে আত্মীয় অনাত্মীয়
প্রণয় বাছে না তাহা——পিতা শত্রু তার
পূজনীয়া প্রাণময়ী কমলা আমার।
প্রান্তরে অনলপ্রায় বালুকা পোড়ায় পায়
সে বালু-প্রসূত বারি বাঁচায় জীবন——
বালুকা চরণে দলি——চাহি সে জীবন।
জানি আমি মান প্রাণে প্রভেদ বিস্তর
ভুলি না প্রণয়-রঙ্গে ঈপ্সিত সমর।

চ। মাসান্তে বিবাহ তব বাঞ্ছিত আমার——

অ। বিবাহে প্রস্তুত নহি কহিলাম সার।

চ। দূর হও—আজ্ঞা কর অবজ্ঞা আমার?

অ। চলিলাম পাপ মুখ দেখিবে না আর।

(অনিলের প্রস্থান)

রা। মহারাজ একি হল অনিল কোথায় গেল?

চ। মহিষি অপুত্র মোরা ভাব আজি হতে।

(চন্দ্রপতির প্রস্থান)

রা। এস মা অনিল দেখি গেল কোন পথে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান

অনিল ও যামিনী।

অ। লাজহীনা যে রমণী রমণী সে নহে——
অপুষ্প যে পুষ্পে নাহি পরিমল বহে।
প্রণয় লইয়া যাচে পুরুষে যে নারী
আপনা পাতকী ভাবি তাহারে নেহারি।
দূর হও অগ্র হতে——এস না নয়নপথে——
প্রেমের পসরা তব মাথায় লইয়া
অন্য দ্বারে ভ্রম গিয়ে প্রণয়ী ডাকিয়া।

যা। শৈশবের যামিনীরে আছে কি স্মরণ?
বালিকা বীরতা-প্রিয় উদ্ধত কোপন?
বটে সে শৈশব নাই যামিনী যা আছে তাই——
যামিনীর চিত্তশক্তি আছে বলবতী——
যামিনী হৃদয়ে বীর বাহিরে যুবতী।
যামিনী শিখেনি কভু সরমের ভাণ——
যামিনী জানে না ছল——যামিনীর বক্ষস্থল
সতত উদার নহে কাপট্যে নির্ম্মাণ।
বিনা দুখে যামিনীর ঝরে না নয়ন
বিনা স্নেহে নহে তার বিগলিত মন।
কণ্ঠেতে বীণার তান মর্ম্মে বাঁধা বিষবাণ
যামিনীর উচ্চ প্রাণ জানে না রাখিতে
যামিনী প্রকাশে মুখে উথলে যা চিতে।
যে নারী জানে না——মনে ক্রূরতা লুকায়ে
বেড়াতে সহস্র মুখে করুণা বিলায়ে——
পশুভাব প্রাণে রাখি বাহিরে সরম মাখি

জানে না যে দাঁড়াইতে. কম্পিত চরণে,
সুখে যে ভাসিতে নারে দুখ বহি মনে——
মানসে গরল ভরে দৃষ্টি রাখি ভূমিপরে
যে নারি জানে না কভু জানাতে সরল——
অভিন্ন ভিতর বার মুখে যা অন্তরে তার
লাজহীন কহ যদি সে চিত্ত বিমল——
নিষ্কলঙ্ক নারীকুলে সে যদি কজ্জল——
সগর্ব্বে বলিতে পারি আমি লাজহীনা নারী
কায়মনে ভিক্ষা মাগি পরম ঈশ্বরে
লাজহীনা হই যেন জন্ম-জন্মান্তরে।
যে মহাপুরুষ-চক্ষে ঘৃণ্য সে রমণী,
সে কভু পুরুষ নয়——ক্ষুদ্রচেতা নীচাশয়——
তাহারে পুরুষ বলে কভু নাহি গণি,
অন্ধ সে——দূষিত তার জীর্ণ নেত্র-মণি।
রমণী প্রণয় কভু যাচিতে না জানে
এত লঘু বৃত্তি নাই রমণীর প্রাণে।
প্রেমে পূর্ণ নারী প্রাণ চাহে না সে প্রতিদান
নাহি স্থান রমণীর প্রেমের ভাণ্ডারে
অপরের প্রেম রাখি কুলাইতে পারে।
রমণীর দুর্ব্বলতা অপাত্রে মুক্ত-হস্ততা——
রমণীর দুর্ব্বলতা তার উচ্চ প্রাণ——
রমণীর দুর্ব্বলতা অকাতরে দান।
ভেব না যামিনী তোমা যাচিবে প্রণয়
যামিনী মরিতে জানে করো না সংশয়।
যামিনীর প্রেম-নদী সে দিনে শুকাবে
সমল মৃত্তিকাপিণ্ডে যেই দিন চাবে।
যামিনীর অপরাধ পরচক্ষে জল

সহিতে পারে না হয় কাতর চঞ্চল।
যামিনীর অপরাধ সত্য উচ্চারিতে
জানে না সে সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত হইতে।
পেয়েছে সে পুরস্কার——দিবে প্রতিদান তার
এখনও ধর্ম্ম আছে হয় বৃষ্টি রোদ
করিয়াছ অপমান পাবে প্রতিশোধ।
চাপিয়া ভুজঙ্গ-শির থেকো না নিশ্চিন্ত স্থির
দংশনে হারাতে হবে জানিও জীবন——
উগ্রতা তেজিবে রবি পাষাণ হইবে কবি——
হইবে না যামিনীর প্রতিজ্ঞা-পতন——
দেখাব কুপিতা নারী কি ঘোর ভীষণ।

অ। যামিনি——যামিনি——

যা। (পশ্চাতে না চাহিয়া)
ডেকো না সলাজ বীর নিলাজ নারীরে
যামিনী খদ্যোতে কভু নাহি চায় ফিরে——
যে দিন প্রলয় মেঘে ছাইবে আকাশ
সে দিন শুনিবে চপলার অট্টহাস।

(প্রস্থান)

অ। একি এ ভীষণা নারী হয়েছি স্তম্ভিত
বস্তুত চপলা বটে করেছে চকিত।

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ

চন্দ্রপতি ও মন্ত্রী।

ম। মহারাজ সমুদ্বিগ্ন শক্রপুরে সদা
দিবায় বিরাম নাই অনিদ্র নিশিতে
সদা সৈন্য-কোলাহলে অস্ত্রের ঘর্ষণে
শ্রবণ-বধির প্রায় করিতেছি বাস।
ভুলিয়াছি গৃহধর্ম্ম আত্মজন-মুখ——
দুই বর্ষ ভিন্ন দেশে শিবির-কক্ষেতে
ভ্রমিয়া অবশ পদ——বিধি বাদী বুঝি
না হলে কি লাগি প্রতি উদ্যম বিফল।
না হলে কি লাগি নব বিঘ্ন প্রতিবারে
নব-বাধা-শৃঙ্খলিত করিছে চরণ।
দেখাইয়া যুদ্ধভয় কে কোথা শক্রেরে
দুই বর্ষ করে থাকে দেশে তার বাস?
অন্য বিঘ্ন গেল দূরে——দেখুন কুমার
নিরুদ্দেশ শেষে——ভগ্নোদ্যম সৈন্যদল
বিনা সে ময়ূরকেতু যথা দেবচমূ।
ভেবেছিনু শেষ বারে সমস্ত প্রস্তুত
কে আর আটকে পথ? চম্পা বিধাতার
প্রিয়——বুঝি রক্তপাত হইবে না তায়——
প্রজ্জ্বলিত রণ তেজি নিরুদ্দেশ বীর
নাহি বুঝি কি বিরাগে?——একি বিড়ম্বনা।
দুবরষ করিয়া বসতি কোন মুখে
বিনা বাক্যে চম্পা তেজি ফিরে যাই দেশে?

কি কহিব পৌরজনে——কি কব দেশীয়ে?
এ কলঙ্ক ছাইবে যে সমগ্র জগতে।

চ। অকারণে মন্ত্রীবর সমুদ্বিগ্ন তুমি——
ভেবেছ বৃথায় যাব এসেছি যখন?
কর্দ্দমাক্ত কলেবর করি রিক্ত করে
পাসরিব সরসী কি না তুলি কমল?
হয়ো না ব্যাকুল তুমি——বিভগ্ন করো না
অদম্য বাহিনী-বীর্য্য, সেনাপতি তার
নিরুদ্দেশ কহি——প্রতি গ্রামে জনপদে
ভ্রমিতেছে চর মোর অনিল-উদ্দেশে।
ছার চম্পা ছার রণ ছার যশাযশ
তেজ বীর্য্য ছার——আমি অনিল বিহনে
ভাব কি জীবনে রব? পুত্র প্রাণাধিক
সে আমার——আমার মে সর্ব্বস্ব অনিল।
না বুঝিয়া ক্রোধভরে করিনু ভৎ র্সনা
অভিমানে মত্ত বীর ছাড়িয়াছে পুরী।
রাণী পাগলিনী——মন্ত্রি ততোধিক আমি।
সাহস কেবল মনে আমার আত্মজ
অনিল——যে রক্ত তার বহে ধমনীতে
তাহাতে সে রণ তেজি তেজিবে না প্রাণ।
যা করুক যেথা থাক সময়ে আসিয়া
নিবাতে সমর-তৃষা ভুলিবে না বীর।

(রক্ষীর প্রবেশ)

র। মহারাজ সমাগত চম্পাপতি-দূত
কি আজ্ঞা—— (রক্ষীর প্রস্থান)

চ। এ কক্ষে তারে কর আনয়ন। ও (দূতের প্রবেশ)

কি সংবাদ দূত! দূত-মুখে চম্পানাথ
কি আদেশ করেন আমায়——

দূ। ক্ষম মহারাজ—আমি আদিষ্ট সুধাতে
তোমায়, চম্পায় তুমি কার আজ্ঞামতে
এ দুই বরষ ধরি শিবির গাড়িয়া
করিতেছ বাস? কোথা রাজস্ব তোমার?
পরাক্রান্ত ভীমরাজ সুর-নর-ত্রাস
তেজে বৈশ্বানর——বীর্য্যে গাম্ভির্য্যে জলধি——
জান না কি ক্রোধে তার ঘটিবে প্রলয়?
স্বভাব-সৌন্দর্য্যে চম্পা বৈজয়ন্ত সমা
তাই যদি ইচ্ছা বাস করিতে তাহাতে——
চল তুমি চম্পানাথে করিয়া প্রণতি
বর্ষের রাজস্ব তব করিবে অর্পণ।

চ। (পরিহাস-সূচক স্বরে)
হে ধীমান! বলো তুমি শূরেন্দ্রে তোমার
অচিরে রাজস্ব লয়ে করিব সাক্ষাত।
বলগে নিশ্চিন্ত হতে ভীমরাজ বীরে।
উপযুক্ত রাজভেট বিনা যেতে নারি
এ বিলম্ব তাই——রাজভেট-আহরণে।
প্রায় সব হইয়াছে স্থির, শীঘ্র যাব
বাসনা আছেত মনে——পবিত্র প্রসাদ
রাজ-আলিঙ্গনে তব জুড়াব হৃদয়।

দূ। যে আজ্ঞা।

(সকলের প্রস্থান)

পট-পরিবর্ত্তন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কানন

কাঠুরিয়া কন্যাগণ——

কানন-প্রান্তে অনিল

বৃন্দাবনী সারঙ্গ——

কা ক। বঁধুয়া রে——

বন্থু রহনু মু বনের ধারে

মাথায় পরনু ফুল বাঁধনু চুল

হিয়া ফাটে তু আলি না রে।

বঁধুয়া রে——

জানু ন ছলা চাতুরী রে

তুআ লাগি মু বাউরী হে——

কাহে ভাঙ্গনু আজ বনে বনে গাছ

কাঠের বোঝা হো দিমু কারে?

১ কা। বাদর করছু রে——

২ কা। তুরত চলু আ।

৩ কা। (৪র্থার প্রতি) হো বুড়ি দুয়ারে পাউবি বঁধুয়া।

৪ কা। বোঝা লি রে——

১ কা! চলু আ চলু আ।

(প্রস্থান)

অ। কিবা সুখ কিবা দুখ কেন কাঁদা হাসা

এক খেলা নিত্য খেলি কেন এ পিপাসা?

কেন স্বপ্নে ঘুরিতেছি? কত দূর চলে গেছি?

এ কি দীর্ঘ নিদ্রা কেন রাত্রি না পোহায়?

কার পথ চেয়ে আছি কে ডাকিবে হায়!

কেন ব্যস্ত অন্ধকারে? কি করি নির্ম্মাণ?

কারে ডাকি? কেন ডাকি? কে করে সন্ধান?
কারে দিই মিত্র নাম? কেবা শক্র হিংসাকাম?
কে প্রণয়ী প্রণয়িনী? প্রেম বলি কারে?
কর্দ্দম গুছাই কেন কনক-ভাণ্ডারে?
যে রিক্ত সে রিক্ত হস্ত এ স্বপ্ন ভাঙ্গিলে——
রবে না বালির ঘর জলাঞ্জলি দিলে।
তবে কেন কাঁদি হাসি? কেন ভালবাসাবাসি?
কারে চাই? কি দাবিতে? কিবা অধিকার?
ভাব তীর্থে যে কদিন——ঘরে কে কাহার?
কার তরে কাটি কাঠ কেন কাঠুরিয়া?
কার তরে বাঁধি বোঝা কে মোর বঁধুয়া?
মেঘে যে আকাশ ছায় সে দিকে না দৃষ্টি যায়——
এ আঁধারে বৃষ্টি হলে পাব কি রে পথ?
সে আঁধারে পূরিবে কি অন্ধ-মনোরথ?
কার তরে বনপারে বসি সন্ধ্যাবেলা?
কার তরে বাঁধি চুল পরি পুষ্পমালা?
কেন এ মরমোচ্ছ্বাস? কেন পড়ে দীর্ঘশ্বাস?
কেন দূরে চেয়ে আছি পূর্ণ আঁখি নীরে——
এ দুঃস্বপ্ন কবে যাবে জাগিব সুস্থিরে?

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ-সভা

মন্ত্রী, রাজদূত, রক্ষীগণ,

ঘাতকগণ, বন্দীগণ।

(ভীমরাজের প্রবেশ)

ভৈরব——

বন্দীগণ। পুরন্দর ভারত-নন্দনে, অচলে হিমাঙ্গ,
ভীম ভীম নররাজ——
ভৈরবে সমীরণ পরাক্রম গাহে
ব্যোম-স্থল-জল-মাঝ।
বিন্ধ্য শৃঙ্গ-নত সম্ভ্রমে
পূর্ণ ধান্যে ধনে নগর সুসাজ।

রা-দূত। মহারাজ প্রণমে কিঙ্কর
দাস প্রত্যাগত আজ——

ভী। প্রত্যাগত? রাজদূত কোন দেশ হতে?

ম। বিস্মৃত আপনি রাজা গিয়াছিল দূত
সুধাতে চন্দ্রপতিরে শিবিরে তাহার
কি হেতু সে চম্পাপার্শ্বে——কার আজ্ঞামতে

এ দুই বরষ ধরি শিবির গাড়িয়া
করিতেছে বাস? কোথা রাজস্ব তাহার?
পরাক্রান্ত ভীমরাজ সুর-নর-ত্রাস
তেজে বৈশ্বানর——বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে জলধি——
জানে না কি ক্রোধে তাঁর ঘটিবে প্রলয়?
স্বভাব-সৌন্দর্য্যে চম্পা বৈজয়ন্ত সমা
তাই যদি ইচ্ছা বাস করিতে তাহাতে——
আসুক সে রাজপদে করিয়া প্রণতি
বর্ষের রাজস্ব তার করুক অর্পণ।

ভী। উত্তর কি পাইলে তাহার?

রা-দূ। উত্তরে উদ্ধত মূঢ় উপহাস-স্বরে
সম্ভাষিল—"বলো দূত শূরেন্দ্রে তোমার
অচিরে রাজস্ব লয়ে করিব সাক্ষাত।
বলগে নিশ্চিন্ত হতে ভীমরাজ বীরে।
উপযুক্ত রাজভেট বিনা যেতে নারি
এ বিলম্ব তাই, রাজভেট-আহরণে।
প্রায় সব হইয়াছে স্থির——শীঘ্র যাব
বাসনা আছেত মনে—পবিত্র প্রসাদ
রাজ-আলিঙ্গনে তব জুড়াব হৃদয়।"

ভী। ভাল দূত কর গে বিশ্রাম।

(অনুচরগণ-পরিবৃতা কমলার প্রবেশ)

ক। পিতা কোন অপরাধে তব কমলারে বাঁধে
লৌহ-হস্ত রক্ষী——

ভী। মন্ত্রি ঘাতক কোথায়?

[ঘা]-গণ। মহারাজ সমাগত মোরা রাজাজ্ঞায়।

ভী। ঘার তীক্ষ্ণতম অসি এই সভাস্থলে বসি
ভিন্ন কর পাপিনীর শির কলেবর

আমার অনুজ্ঞা পাল যে পার সত্বর।
কোষে কেন তরবার? বিলম্ব করো না আর——
দাও রক্ষি ঘাতকে ও কলঙ্কিনী-ভার।
শুন যে পলকপাতে ও পাপের রক্তপাতে
পরাতে পারিবে ফোঁটা ললাটে আমার——
আমার আদেশে তার মুক্ত কোষাগার-দ্বার
নিজে সে বাছিয়া লবে নিজ পুরস্কার।

(রক্ষীর ঘাতকের নিকট কমলাকে অর্পণ)

(ঘাতকের অসি খুলিয়া ইতস্তত করণ)

ঘা। (কাতর স্বরে) মহারাজ——

ভী। মূঢ় রাজ-সম্বোধনে নাহি তোর কাজ
না পারিস খুলে ফেল ঘাতকের সাজ।
কে আছ ঘাতক আর তরবার কর বার
সর্ব্বাগ্রে দ্বিখণ্ড কর এ ভীরু-মস্তক
বারি দাও—বারি দাও—উন্মত্ত পাবক——

ঘা-গণ। (একস্বরে) ঘাতক প্রবীণ মোরা তবু কাঁদে হিয়া
মহারাজ পাষাণের অসাধ্য এ ক্রিয়া।

ভী। ভেবেছিস মৃত কি রে ভীমরাজ বীর?
জীর্ণ তার তরবার নিস্তেজ শরীর?
সম্মুখে করিস তার অনুজ্ঞা লঙ্ঘন
পলকে একত্রে হলি বিগত-জীবন——

(বেগে লম্ফ দিয়া ঘাতকগণ ও
কমলার নিকট আগমন)

ভী। রাজাজ্ঞার অপমান-শাস্তি জীবনাবসান——

(অসি নিষ্কোষিত করিয়া)

সে কথা জনমান্তরে রাখিস স্মরণ।

মন্ত্রী। (রাজার হস্ত ধরিবার উপক্রম করিয়া)

নীচ রক্ত ঘাতকের ভাব হে রাজন——

ভী। জীব-লীলা সমাপিতে সাধ যার নাহি চিতে
রহ স্থির, প্রলয়াগ্নি ছুঁইলে মরণ।
অন্ধ আমি আত্ম পর নীচানীচ সুর নর
দেখিতে না পাই——ধূমে আছন্ন নয়ন।
জানে না পঙ্কিল জল মানে না সলিলানল
এ অসি দুরন্ত তৃষা নিবারিতে চায়——
এ অনল উনমাদ যে কীট করিবে সাধ
পরশিতে, কাটে যেন জগত্ মায়ায়——

(উন্মাদিনীভাবে রাণীর প্রবেশ)

রা। (রাজার হস্ত ধরিয়া)
আগে ভস্ম কর তবে এ পতঙ্গ-কায়।

ভী। রাণি—তুমি সভাস্থলে? আমার ঘরণী?

রা। রাণী নহি—নহি রাজা তোমার রমণী——
দেখ চেয়ে কমলার অভাগী জননী।

ভী। মহিষি উন্মত্ত আমি অপগত-জ্ঞান
করিতে স্ত্রীহত্যা মোর কাঁপিবে না প্রাণ।
ভাল চাও—প্রাণ চাও——অবিলম্বে সরে যাও——

রা। ভাল চাই—চাই রাজা ভিক্ষা তব পাশে
অবিলম্বে বিঁধ অসি এ বক্ষে উল্লাসে।
নিদারুণ! আগে লয়ে আমার শোণিত
রক্ত-তৃষা প্রশমিত কর কথঞ্চিত।
নির্ম্মম! হৃদয় ভরে ছিন্নভিন্ন কোরো পরে
কমলা কমল-লতা কনক-কলিরে——
আসিব না ধরিতে ও উন্মত্ত অসিরে।
তুমি কি জানিবে স্নেহ——পুরুষ পাষাণ?
তুমি কি জানিবে মায়া কঠোর পরাণ?

তুমি কেন দলিবে না ও ননীর লতা?
বজ্রের হৃদয়ে বাস করে না মমতা।
দশ মাস গর্ভে ধরে হৃদিরক্ত শূন্য করে
ক্ষীরদানে সন্তানেরে করিলে লালন
বুঝিতে সন্তান কি যে অমূল্য রতন।
অজ্ঞান শ্বাপদ বনে প্রাণদানে সযতনে
শিশুরে বাঁচায় স্বীয়—তুমি নররাজ
জ্ঞানবান—নিজ শিশু বধিতেছ আজ।

ভী। জ্ঞানবতি! স্নেহবতি! অধম অজ্ঞান অতি——
দয়াময়ি লহ অসি ভিক্ষা করি পায়
একত্রে সহস্রাঘাতে জুড়াও আমায়।
ক্ষমতা না থাকে তাতে দূর হও অগ্র হতে——
দূর হও শেষ বলি আছ যে যথায়——
ভাগ্যে এই ছিল শেষ? নারী দেয় উপদেশ?
হে সুবন্যাবতি দেবি! বাসনা কি মনে
কাঁদিয়া পড়িব গিয়ে শত্রুর চরণে?
পুত্র ভিক্ষা করি তার তব খেদ জামাতার
পূরাইব? অনিলের হইবে কমলা——
হবে এ আঁধার পুরী বৈকুণ্ঠ-উজ্জ্বলা!
রাণি তব যুক্তি সার এই তো? অন্য কি আর?
সিংহ-পরিণীতা-হীন-চিত্তা শৃগালিনি!
একাঘাতে বিনাশিব দুহিতা কামিনী।

ক। ও মা মা জননি মোর কমলা অকন্যা তোর
কেন মা তাহার তরে হারাইবি প্রাণ?
পিতা পিতা ক্ষমা কর ক্রোধ তব পরিহর
কে চাহে অনিলে পিতা বৃথা ক্রোধবান।

ভী। কি? চাস্‌না অনিলে?

ক। চাহি না অনিলে পিতা মনে হয় সাধ——

ভী। চাস্‌না অনিলে? তোর অন্য সাধ কিবা?
খদ্যোতে অভিলাষিনী জনমিয়া দিবা?

ক। হয়েছি অপরাধিনী চরণে তোমার
রাজ ধর্ম্ম পাল——লহ জীবন আমার——
পিতা জননীরে কেন কর অপমান
জননী সন্তান-চক্ষে দেবতা প্রধান।

ভী। চাহি না শুনিতে তোর তত্ত্ব-কথা-সার
বল তোর সাধ কিবা হৃদয়-মাঝার?

ক। পিতা কোন সাধ নাই লহ প্রাণ মোর——

ভী। বল্ কি বলিতেছিলি কিবা সাধ তোর?

ক। পিতা——

ভী। বল কি বলিতেছিলি——

রা। বল মা আমার
কি বাসনা জাগে প্রাণে ভয় কি তোমার——

সিন্ধু ভৈরবী——

ক। বাজে না শ্রবণে যথা জগতের কোলাহল
নিথর ভূধর-হৃদে নিরালা কাননতল——
সংসারের অধীনতা খুলিতে পারিব যথা
প্রাণভরি দিবানিশা ফেলিব নয়নজল
সাধ হয় সেথা যাই হাসি কাঁদি অবিরল——

ভী। সত্য সত্য এই সাধ? ঘটাস নে পরমাদ——
কি চাস? মরণ, কিম্বা তৃপ্তি এ আশার?

ক। অন্তিমে কি ভয় হেতু রচিব পাপের সেতু
মিথ্যা উচ্চারিয়া? সত্য এ সাধ আমার——

সিন্ধু ভৈরবী——

নিকটে নিঝরতান দূরে বিহগের গান
শুনিতে শুনিতে প্রাণ পড়িবে নুইয়া
জীবন মরণ ভুলি প্রাণের উছ্বাসগুলি
সুদূর গগণ-পথে দিব ভাসাইয়া
আপনি বহিবে অশ্রু যাবে শুকাইয়া।

ভী। রাণি পুত্রী সন্ন্যাসিনী সাজিবে উত্তম——

ক। জানি না সন্ন্যাসী কি না—সাজিবে কি তা জানি না——
মুখে করি উচ্চারণ বলে যা মরম——

সিন্ধু ভৈরবী——

নিশিতে নিঝুম বনে শশী-তারা-নিরীখনে
সজনী চিন্তার সাথে পোহাব যামিনী——
প্রভাতে পাপিয়া গাবে ঘুমন্ত বিভোর ভাবে
সাথে সাথে সেই নাম গাবে অভাগিনী
কাঁদিয়া কাতর ঊষা ছাড়িবে মেদিনী।

ভী। সেই নাম? পাপীয়সি! অসি কোথা মোর?
পরিহাস? উপহাস? চাস্না অনিলে?
অনিলে কামনা নাই? কোথা কোথা——

ক। সুখে সুখে এই ভাবে——

রা। ক্ষমা দে মা——ক্ষমা দে মা——

ক। কেন মা কাহারে ভয় সত্য-উচ্চারণে?
মরণের তীরবাসী কাঁপে ভূকম্পনে?
অনিলে চাহে না প্রাণ——চাহে নাম তার——
স্মৃতি তার সুধাময়ী দেবতা আমার।
প্রণয়ী কজন চায়? প্রণয় কি ভোলা যায়?

তোর কন্যা নীচাসক্তি নাহি মা আমার——
চাহি না অনিল——চাহি স্মৃতি-চিন্তা তার।

ভী। কালামুখি লাজহীনা——

সিন্ধু ভৈরবী——

ক। সুখে সুখে এই ভাবে জীবনের দিন যাবে
শিয়রে আসিবে শেষে সাধের মরণ
বিহগী আপনা ভুলি ধীরে ধীরে তান তুলি
সেইনাম সুধারাশি করিবে সিঞ্চন——
শুনিতে শুনিতে সুখে মুদিব নয়ন।

(কমলার কণ্ঠ মুষ্টিতে আবদ্ধ করিয়া)

ভী কলঙ্কিণি স্মৃতি-চিন্তা ঘুচিল তাহার——

(শিবব্রতের প্রবেশ)

শি। ভীমরাজ নারীবধে নিকৃষ্ট নিরয়-নদে
ব্যবস্থা অনন্তবাস মুক্তি নাহি তার।
দুর্জ্জয় ক্রোধের দাস ভূপতি যে জন
তার কার্য্য নহে কভু ধরণী-পালন।
আপন সন্তান-শির যে জন কাটিতে স্থির
পরশির তার কাছে নহে নিরাপদ——
অক্ষমের নহে যোগ্য রাজত্ব সম্পদ।
ধরণীর অংশ লয়ে শাসিছ উন্মত্ত হয়ে
বিরাট সম্রাট কথা আন না স্মরণে?
সহস্র ব্রহ্মাণ্ড যার লুণ্ঠিত চরণে?
এ জীব-জগত কত, কত সৌরগ্রহগত
জগতের শুভাশুভ নির্ভর তাঁহাতে——
জীব তুচ্ছ অনুকণা——রে ভ্রান্ত! না যায় গণা
কত সূর্য্য চন্দ্র তাঁর সম্মুখে পশ্চাতে।
কি হেন ক্ষমতা ধর তাঁর প্রজা হত্যা কর

কি জবাব দিবে তাঁরে করেছ কি স্থির?
সংহার-শকতি বই সৃজনেতে শক্তি কই?
ভাবিও না বিশ্ব তব কৃপাণ-তৃপ্তির।

(রাণীর প্রতি)

দেবি অন্তঃপুরে যাও——

রা। ওগো কমলারে দাও

শি। থাকিতে আমার শিরে শোণিত-সঞ্চার
কমলায় কৃতান্তের নাহি অধিকার।

(পট পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মিলনকুঞ্জ

অনিল।

যে দেশে আশার তৃপ্তি তৃষা নিবারণ
সেই স্বর্গ—স্বর্গ আর বিচিত্র কেমন!
যেখানে অমর হাসি অমর আনন্দরাশি
অমর সুখের প্রাণ কামনা অমর——
অমর আলোক যথা দিবা যা নিশি তা তথা
সেই তো অমরা চির-জীবন-আকর!
অনন্ত পূর্ণিমালোকে বিনোদ যে বন——
অক্ষয় বসন্তপ্রভা করে যারে চিত্তলোভা
অনন্ত যৌবন ঢালে লাবণ্য-কিরণ——
যে বনে উজল ফুল তারা-প্রভা সমতুল
ঝরিতে জানে না, করে সুধা বিতরণ——
সাদরে লতিকা ধরে রাখিলে হৃদয়পরে
হয় না লতাঙ্গে যথা কলঙ্ক-পতন——
যে বনে বৃক্ষের সার হীরামুক্তা ফল যার
কনক-বল্লরী-হার বক্ষ সুশোভন——
প্রতি বৃক্ষে পত্র যত সুবর্ণ-বিহঙ্গ তত
কলকণ্ঠে প্রেমালাপ করে অনুক্ষণ
সেইতো ত্রিদশ-রত্ন নন্দন কানন।
অনন্ত জীবন-রাজ্য বিস্তৃত ও পারে
মরণের কুরুক্ষেত্র পড়িয়া এ ধারে।
মধ্যে ভীম পারাবার——অগ্নির তরঙ্গ তার——
পুলিনে বসিয়া আছি যাত্রী শত শত
আঁধারে চলে না দৃষ্টি উত্তাপে আহত।

পারি না বুঝিতে কবে আসিবে যে তরী
জ্বালাময় মৃত্যুরাজ্য যাব পরিহরি।

(বিলম্বে)

বিধির বিচিত্র সৃষ্টি আমার যে মন
পরে কি বুঝিবে? নিজে বুঝি না কেমন।
কি যে তার অভিপ্রায়——কখন সে কি যে চায়
কিসে তার হর্ষ হাসি কিসে যে বেদন——
নিজে তা বুঝি না আমি; বুঝি না অন্তরযামী
পারেন বুঝিতে কি না সদা সর্ব্বক্ষণ।
কি যন্ত্র চলিছে সদা মানব-অন্তরে
কে জানে——জানিতে তাহা কেবা চিন্তা করে।
সেনাপতি সেনাসঙ্গে উৎফুল্ল সমর-রঙ্গে
গাইতেছে শতকণ্ঠে স্বাধীনতাজয়
প্রাণ দিবে সহিবে না স্বাধীনতাক্ষয়।
খুলিয়া প্রাণের দ্বার চেয়ে যদি দেখ তার
দেখিবে সর্ব্বস্ব হায় করিবে বিক্রয়
পারে যদি করিতে সে অধীনতা ক্রয়।
"স্বাধীন" নিরর্থ বাণী——কর্ম্মক্ষেত্রে অনুমানি
এমন হৃদয় নাই যে নহে অধীন——
যদি থাকে পাষণ্ড সে——যদি থাকে মৃত্যুবশে
শবদেহ হৃতপ্রাণ চেতনা-বিহীন।
অসুখের মরুভূমে সুখ যে চাহিবে
অধীনতা-শৃঙ্খলিত হোক সে বুঝিবে।
আপনা মিশাতে পরে——পরের অধীন করে
রাখিতে আপনা——সঁপি পরের চরণে
সুখ দুঃখ আপনার——মুখ চাহি থাকা তার
বাঁচিতে সে বাঁচে যদি——মরিতে মরণে——

অমূল্য অনন্ত সুখ——পরিপূর্ণ থাকে বুক
উদার স্বর্গের ভাব ভাসে সদা মনে।

(বৃক্ষতলে বসিয়া)

বাঁচে না নির্ভর বিনা দুর্বল জীবন——
কোথা রে কমলা মোর! উন্মত্ত অনিল তোর
অবসন্ন——প্রাণময়ি দিবিনে দর্শন?
নীরব কানন আজ বিমর্ষ স্বভাব-সাজ
তোমার বিরহে, কোথা অনিলের প্রাণ——
এস রে আনন্দময়ি আনন্দ-নিধান।
ভ্রান্ত সে, যে ভাবে করে নয়নে দর্শন——
রজনীতে স্বর্গ যাহা প্রভাতে শ্মশান তাহা,
কেন সে বিভিন্ন দেখে এক(ই)ত নয়ন।
দৃষ্টি শ্রুতি মনে সব——সর্ব্বেন্দ্রিয়ময়
মানস, মানস সত্য, মিথ্যা সমুদয়।
যে কুঞ্জ দেখেছি আগে নির্ম্মিত-কনক
সেই কুঞ্জ আজ কেন বীভৎস নরক?

(বৃক্ষতলে শয়ন)

এইত মুদিছে আঁখি তন্দ্রার আলসে——
গিয়াছে কি দৃষ্টি? কে ও লাবণ্য বরষে?
ওই যে কমলা ওই——ওই যে মাধুরীময়ী——
ওই যে মধুর হাসি ভুবন-মাতান
ওই শুনি সুধাভাষ সরম-মাখান।

(নিদ্রিত)

(পট পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চম্পা তোরণ

প্রহরীদ্বয়।

১প্র। রাজা পাগল রাণী পাগল——

২প্র। তার ওপর এ কি গোল!

১প্র। কে জানে ভাই এ বাড়ী ছাড়াই মঙ্গল।

২প্র। কোন দিন আমরাও কি একখানা হয়ে যেতে পারি।

১প্র। না ত কি? যেমন ভূতে পায় ডাইনে পায় তেম্নি পাগলেও পায়। ভূতে পেলে ঝাড়ায় ভূতের লাগে ভূত পলায়, ডাইন পেত্নী পেঁচো তাদের (ও) তাই, পাগলে পেলে ঝাড়ায় পাগলের লাগে ভাই প্রাণ পালায়।

২য় প্র। তুই আর ভাই পাওয়া পাওয়া করিসনি—আমার গায়ের ভেতর কেমন কচ্চে—

১ম প্র। আবার পাগলের গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে অনেকে পাগল হয়ে-গেছে তা' জানিস——ও কথা যাক্ ওরে শোন—রাজবাড়ীতে যা হোক বড় একটা বিপদ হয়েইছে নইলে এত কান্নাকাটা উঠবে কেন—তা সকলে কান্নাকাটা করবার সঙ্গে আমরা যদি না কেঁদে উল্টে এই রকম হাসি তামাসা করি তা হলে ত বুঝতেই পাচ্চ ঘাড় আর মাথার যে প্রণয় তাতে একটা চিরবিচ্ছেদ ঘটে যেতে পারে। মুখখানা একটু শুকিয়ে ফেল্। (বিলম্বে) ওরে সর্ব্বনাশ করেছে ওই বিন্দি চাকরাণী মাগি কাঁদতে কাঁদতে এ দিকে আসছে। শিগ্‌গির মুখ শুকো—শিগ্‌গির মুখ শুকো—আ মলো মুখটা শুকো না। ফুলে ফুলে কাঁদ্ নইলে ও মাগি বলে দে সর্ব্বনাশ কর্ব্বে। শিগ্‌গির নে নে এখন (ও) মুখটা শুকতে পাল্লিনি——

২য় প্র। (বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া) ওরে পাচ্চি না যে——তুই আগে শুকো তোর দেখলে আমি শুকুতে পারব——

১ম প্র। আখেলে আমি যদি পার্ব্ব তো তোকে বল্‌তে যাব কেন? তুই মুখখানা শুক্‌ন করে খুব কাঁদ্‌তে থাক্‌বি আর আমি চুপ করে তোর পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হা হুতোশ কর্ব্ব তা হলেই ঢের হবে।

২য় প্র। না না তুই একটু কর আমি একটু করি সবটা আমার ঘাড়ে চাপালে পার্ব্ব কেন——

(কাঁদিতে কাঁদিতে বিন্দু পরিচারিকার প্রবেশ)

বি। ও সিঙ্গি দাদারা——ওরে সর্ব্বনাশ হয়েছে রে সর্ব্বনাশ হয়েছে। ওরে কি হবে কি হবে——কোথায় দাঁড়াব রে কোথায় দাঁড়াব——

২য় প্র। ও বিন্দু দিদি ওগো ভগবান কি এই লিখেছিল গো? ওগো আমরা যে কিছুই জানিনে গো——ওগো আমরা যে কোন পাপে নেই গো কোন পাপে নেই——

১ম প্র। ওহো হো কি হল কি হল এমন সর্ব্বনাশ (ও) হয়।

(উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে অন্যান্য ভৃত্য ও পরিচারিকাগণের প্রবেশ)

দুই তিন জন একত্রে। ওরে যা যা ও বিন্দু যা'রে রাণীর মুখে একটু জল দিগে যা——

অন্য দুই তিন জনে। ওরে কি হবে কি হবে——রাবণের সংসার যেরে রাবণের সংসার যে——

প্রহরীদ্বয়। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম গো কার মুখ দেখে উঠেছিলুম——

(শিবব্রতের প্রবেশ)

(সকলের চীৎকারস্বরে ক্রন্দন)

(শিবব্রতের চরণে পড়িয়া)

বিন্দু

ও ব্রত বাবা ওগো কোথায় ছেলে গো ওগো কে কাকে দেখে গো।

শি। সর্ব্বনাশ কি প্রমাদ ঘটিল রাজার?

বল্, শীঘ্র বল্, অসময়ে কেন মোর

অন্বেষণ ? পূর্ণ পুরী ক্রন্দন-আরাবে কেন ?

(দুই তিন জন একত্রে) ও গো কি বলব গো বলবার কি আছে গো বল্‌বার্‌ কি আছে——

শি। অন্য কথা পরে——আগে কি বিপদ বল ?

বি। ও গো ও ব্রত বাবা রক্ষা কর গো রক্ষা কর——

শি। একি এ বিপদ তোরা ক্রন্দনে উন্মত্ত
সব—কেন না দিস উত্তর——

(দুই তিন জন একত্রে) ও গো আমরা যে কিছুই জানিনে গো। ওগো কি হবে গো কি হবে।

শি। তবু? তবু? অভিশাপে দগ্ধ হবি যদি
না শুনিস কথা——

বি। ও গো রাণীর কাছে গেলে সব জান্তে পারবে গো রাণীর কাছে গেলে সব জান্তে পারবে।

শি। প্রহরি——

প্র দ্বয়। প্রভু রাজার কাছে গেলেই জান্তে পারবেন। হায় হায় হায়!

শি। কে জানিস্‌ বল কি বিপদ——

সকলে। আমরা কেউ কি জানি তা গো—সে কথা শুন্‌লে কি কেউ প্রাণে থাক্‌তুম্‌ গো প্রাণে থাক্‌তুম্‌ ?

শি। বার্ত্তা নাহি জানে কেহ কাঁদিয়া আকুল ?

(রাণীর প্রবেশ)

মহারাণি—উন্মাদিনী কেন মা—কেন মা
এ পুরী-বহির্ভাগে ?

রা। প্রভো!
রাণী কেবা——রাজ্য কার——সকলি যে অন্ধকার
কোথায় কমলা মোর যাইল চলিয়া ?
কমলা কাটালে মায়া কি সাধে ধরিব কায়া ?
কার মুখ চাহি ভ্রমি জীবন বহিয়া।

(চরণে পড়িয়া)

ও গো উন্মাদিনী আমি বাঁচাও আমায়
জীবন-মরণ-ডোর——কমলা কোথায় মোর——
দাও তারে বুকে রাখি—— দাও কমলায়।

শি। মা কমলা কোথায় ?

রা। বড় তার অভিমান বুঝি বা ত্যজিল প্রাণ
নিদারুণ অপমানে পীড়িত অন্তর——
বাছা কাল সারাদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষীণ
রজনীতে একাকিনী ছাড়িয়াছে ঘর।
ননী-কলেবর তার সে কি গো বাঁচিবে আর ?
কোন পথে কোথা পড়ে হারাবে জীবন——
তৃষ্ণায় শুকালে প্রাণ কে করিবে জল দান ?
ওগো সে অভিমানিনী চাহে না কখন।
রাজত্ব রাজার থাক আমি ভিখারিণী——
থাক সুখৈশ্বর্য্য ধন——দাও সে হৃত রতন——
কমলা লইয়া হই বিপিন-বাসিনী।
জননী যে সেই বোঝে জননী-মমতা
যে পিতা পাষাণান্তর——সে হতেত ভাল পর——
তার সুধু আছে মাত্র ক্রূর নির্দ্দয়তা।
পিতৃমায়া দরশনে——পিতৃমায়া পরশনে——
দশ মাস বহে পিতা উদরের ব্যথা ?
আপন বক্ষের রক্ত দিয়া অকাতরে
সন্তান গঠিয়া যদি বহিত উদরে——
সন্তানের কি মমতা——সন্তানের অমূল্যতা——
তা হলে বুঝিত পিতা কি রত্ন সন্তান——
পিতার চক্ষের মায়া মমতার ভাণ।
চাহ সর্ব্বশক্তিমান——কমলা প্রাণের প্রাণ——

বিচিত্র কি——তারে বিনা হব পাগলিনী——
বল গো বেঁচে কি আছে সে প্রাণ-রূপিনী?

শি। ওমা ওমা রাণী তুমি? পড়ে রাজদ্বারে?
করিনু শপথ এনে দিব কমলারে।
পুরী-অভ্যন্তরে চল——

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অদূরে মিলনকুঞ্জ সম্মুখে

অনিল নিদ্রিত।

(বৃক্ষান্তরালে নলিনী ও যামিনীর প্রবেশ)

ন। কমলা কমলা আজ কমলা কোথায় ?
একছত্রা রাজা দেখ করিনু তোমায়।
বুঝেছত এইবার নলিনীর সব সার——
অসার কথা কি ক্রিয়া নাহি নলিনীতে——
নলিনী শিবের শূল বিধাতার চক্রমূল
ইন্দ্রের দধীচি-অস্থি শক্র বিনাশিতে।
কি ছার কমলা? সে ত তুচ্ছ ক্ষুদ্রপ্রাণ——
বলে দাও নলিনীরে——চলে যাই সিন্ধুতীরে
কটাক্ষে সমুদ্র-গর্ব্ব করিগে নির্ব্বাণ।
বলে দাও নলিনীরে——শূন্যে উঠি সশরীরে
বেঁধে আনি প্রভঞ্জনে করি তোমা দান।
নক্ষত্র বিনায়ে করি মালিকা নির্ম্মাণ।
আমি যে সামান্য নহি বুঝেছ এবার——
আজ বলি কি প্রতাপ দেখিলে আমার !
হলো না শোণিত ঘাঁটা পায়ে ফুটিল না কাঁটা——
রাজত্ব ঐশ্বর্য্য সব দিলাম আনিয়া——
যথেচ্ছা সম্ভোগ কর শুইয়া বসিয়া।
আতঙ্কে পড়িল শক্র লুটি ধরণীতে
দংশন-কলঙ্ক সর্পে হল না বহিতে।

যা। শক্র ? শক্র কারে কয়? কমলাত শক্র নয়——
কমলা নিরপরাধা নিরমল ফুল——

সে আমার শত্রু? ছিছি ভাবিও না ভুল।
কিবা দোষ কমলার? প্রিয়সখী সে আমার
নলিনি বন-বৃক্ষে না জনম আমার——
ভেব না এ মন নীচ ভাবনা-ভাণ্ডার।
যে দিন শিখিব প্রাণে হীনতা পুষিতে
সে দিনের আগে যেন জীবিতা থাকি না হেন——
মিশে যেন তনু-ভস্ম শ্মশান-মাটীতে।
চন্দ্র এক——ধরা-পূর্ণ জীব চাহে কর——
বলিবে কি জীবপুঞ্জ শত্রু পরস্পর?
ভ্রম তাহা, শশধর শত্রু বটে তার——
যার প্রাণে না করিবে কিরণ সঞ্চার।
তোমারে যাচিয়াছিনু হইতে সহায়
ভেবো না করিতে নষ্ট চারু কমলায়——
রাখিতে সন্ধান মাত্র করে কি কখন
কোথা যায় কোথা থাকে থাকে বা কেমন।
সে সরল স্বর্ণ-পদ্মে হীন দিনকর
কখন কি ভাবে তোষে পঙ্কিল অন্তর?
শত্রু সে? তাহার তরে সঙ্গোপনে ইচ্ছা করে
কাঁদি বসে——অভাগিনী বিঘোরে মরিল——
না ফুটিতে চারু পুষ্প ভূমে লুটাইল।

(বিলম্বে)

শত্রু আছে——শত্রু আছে——মিটাব তাহার কাছে
তার তপ্ত বক্ষরক্তে জ্বলন্ত পিয়াস——
জুড়াবে বাঘিনী——যাক্ উন্মত্ত উচ্ছ্বাস
নলিনি কি হবে শুনে——

(দূরে বৃক্ষ দেখাইয়া)

অই বৃক্ষতলে

বস গে, বেড়াই আমি বড় প্রাণ জ্বলে।

ন। একা কি বেড়াবে তুমি? চল আমি যাই——

যা। তুমি বস গিয়ে, আমি বেড়াব একাই।

(নলিনীর প্রস্থান)

যা। কালানল চারিধার——অন্ধকার——অন্ধকার——

আচ্ছন্ন অগ্নিশিখায় জল স্থল ব্যোম——

কি প্রতাপ——কি দাহন——বিভীষণ——বিভীষণ——

খসিছে অগ্নির চাপ——চন্দ্র সূর্য্য সোম।

অগ্নির সমুদ্রে ভাসি——সর্ব্বাঙ্গে যে অগ্নিরাশি——

কোথা যাই এ জ্বালা কি হবে না নির্ব্বাণ?

এ কি তৃষ্ণা ভয়ঙ্কর——ভস্ম করে কলেবর——

গাত্র দাহ——গাত্র দাহ——জ্বলে গেল প্রাণ?

(বেগে কাননমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে)

কোথা যাই? কোথা যাই! কোথা তার রক্ত পাই?

কোথা গেল? কোন দেশে হল নিরুদ্দেশ?

(দূরে নিদ্রিত অনিল-মূর্ত্তি দেখিয়া)

ও কে—ও কে—ও কে—ও কে—ও কাহারে দেখি চখে——

এ কি এ মৃগতৃষ্ণিকা যন্ত্রণার শেষ?

(লম্ফ দিয়া অনিলের নিকটস্থ হইয়া অনিলকে নিরীক্ষণ করিয়া)

রে জড় নিদ্রিত শূন্য! কোথা কাল মেঘ?——

প্রলয় বজ্রের শব্দ প্রভঞ্জন-বেগ।

উন্মাদিনী চপলার কোথা রে প্রকাশ-দ্বার?

পড়্ কক্ষ-চ্যুত গ্রহ অগ্নিময়ী আমি——

মিশে যা আমাতে পুন হব শূন্যগামী।

হা ধিক! রে নীলাম্বুধি গর্জ্জন কোথায়?

হা——হা——হা——অনিল মোর ডুবিয়া নিদ্রায়!

কমলারে স্বপ্নে দেখে সহাস বয়ান থেকে
ঝরিছে শান্তির প্রভা——নিদ্রা সুমধুর !
গাত্র দাহ——জলে যাই——করি এই দূর।
বনদেবি শঙ্খ কোথা——বনচর গাহ
সুমঙ্গল——অনিলের আমার বিবাহ।

(বক্ষ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া)

(ছুরিকা উদ্দেশে)

যামিনী-হৃদয়-রত্ন! বুকে রাখি তোরে
রাখিতে পেরেছি প্রাণ অগ্নিবাস করে।
শ্মশান-বান্ধব তুই ত্যক্তা অনাথার——
হা—হা—হা—অনিল এল যামিনী তোমার!
তুমি সাক্ষী বনদেবি আমি ক্ষত্রনারী
রহিল প্রতিজ্ঞা, হল অনিল আমারি।
তুমি সাক্ষী, অনিল এ প্রাণের ঈশ্বর
তাহারে লইয়া তাই চলি দেশান্তর।
তুমি সাক্ষী প্রাণে মোর নাহি কপটতা-ডোর——
অনিল-উন্মত্তা আমি, তুমি জান স্থির
প্রেমের অংশ না সহে কভু যামিনীর।
অনিল জীবিতেশ্বর——তারে বিনা অন্য পর
ভাবিনি——লইয়া তারে যাব স্বর্গবাসে
স্বর্গে মিটাইব মোর প্রণয়-পিয়াসে।
স্বর্গে যদি অংশী হয় ছাড়ি তুচ্ছ স্বর্গালয়
পশিব নরকে লয়ে অনিলে আমার——
সেথায় রাখিব তারে হৃদয় মাঝার।
হা—হা—হা—অনিল এল যামিনী তোমার
অনিল যামিনী-পতি চাহ একবার।
(সূর্য্যের দিকে চাহিয়া)

হা ধিক নলিনী-নাথ দীপ্ত দিবাকর
তেজ কই——কোথা তব দীপ্ত অগ্নিকর!
বার্দ্ধক্যে হারায়ে বীর্য্য হেলিছ পশ্চিমে
ছি ছি ছি ঝাঁপায়ে পড় সমুদ্র-নীলিমে।

(অনিলের নিকট বসিয়া)

অবিশ্বাসী নেত্রযুগ! নীরভরে নত?

(ছুরিকা উত্তোলন করিয়া)

কেন রুদণ্ডের তরে হইবি আহত?

অ। (নিদ্রিতাবস্থায়)
কমলা হৃদয়মযী কমলা আমার?

যা। (উন্মত্ত হইয়া)
জাবব্রত উদ্যাপন——আজ লীলা সমাপন——
ধরণি বুঝিয়া পেলে তোমার যা ঋণ——
আজ যামিনীর বড় আনন্দের দিন।
অনিল সলাজ বীর দেখিবে না যামিনীর
পাপ মুখ? সুখস্বপ্নে করিছ ভ্রমণ?
দেখ না পাতকী হবে——কমলা যাতনা পাবে——
গাত্রদাহ পুনর্ব্বার এ কিরে ভীষণ?
চাপিয়া ভুজঙ্গ-শির ঘুমাও নিশ্চিন্ত স্থির?
শিয়রে যে কাল ফণী দন্তে বিষভার——

(চীৎকার স্বরে)

অনিল——অনিল——ওঠ জাগ একবার——

অ। (সচকিতে) কমলা—কমলা—(সম্মুখে চাহিয়া)
কে ডাকে কি শুনি——

যা। নির্ব্বোধ! প্রলয়-মেঘে ছেয়েছে আকাশ
শুনিতেছ চপলার ভীম অট্টহাস।

(অনিলের বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করণ)

অ। কে রে ওঃ কেও ওঃ—ওঃ——

যা। রে জড় নিদ্রিত শূন্য! কোথা কাল মেঘ?
প্রলয় বজ্রের শব্দ প্রভঞ্জন-বেগ।
উন্মাদিনী চপলার কোথা রে প্রকাশ-দ্বার?
আছাড়িয়া পড়িবে সে ধরাধর-গায়——
হা ধিক নীলাম্বু তোর গর্জ্জন কোথায়।
পড়্ কক্ষচ্যুত গ্রহ অগ্নিময়ী আমি
মিশে যা আমাতে পুন হব উর্দ্ধগামী।

(চীৎকার স্বরে)

নলিনি——নলিনি——হেথা আয় এক বার
প্রমোদের ফুলশয্যা দেখে যা আমার।
ডাক তোর চরাচরে যতই সুন্দরী ধরে
আসুক, কাড়ুক দেখি, কে আছে এমন
যামিনী ভুজঙ্গী হতে অনিল রতন।
কৃপাভাসে বিধাতার তৃপ্তি হলো কামনার——

(নলিনীর প্রবেশ)

অনিল! হৃদয়েশ্বর! যামিনী-জীবন!
দাঁড়াও; যেও না একা, সুদীর্ঘ ভ্রমণ।

ন। যামিনি——যামিনি——ওরে একি সর্ব্বনাশ?
রাক্ষসি——

যা। অনিল সর্ব্বস্ব মোর অমূল্য কণ্ঠের ডোর——
আঁখিহারা করিব না রাখিব নয়নে——
পড়িতে দিব না আর রাক্ষসী-ছলনে।
দাঁড়াও জীবিত-নাথ! তব ক্রীতদাসী
প্রস্তুত——নলিনি! সখি! আসি তবে আসি——
(ছুরিকা উত্তোলন——নলিনীর হস্ত ধরিবার উপক্রম——
বেগে আপন বক্ষে যামিনীর ছুরিকাঘাত)

ন। ও যামিনি করিলি কি ওরে সর্ব্বনাশি——

(যামিনীর মুখের নিকট মুখ লইয়া)

ও যামিনি চেয়ে দেখ অভাগি রাক্ষসি।

যা। (কষ্টে) কামনা-উন্মত্তা নারী পিশাচী-অধমা
প্রবলা সর্ব্বপারগা বিহীন-চেতনা।
কোমল কামিনীকুলে আমি কলঙ্কিনী
মোর তরে অশ্রুজল ফেল না ভগিনি।
আছিল প্রতিজ্ঞা মনে অনিল আমার
মৃত বা উভয়ে——তবু নহি অন্য কার——
সে শপথ পূর্ণ আজ——জ্বাল চিতা বনমাঝ——
একত্রে পোড়াও দোঁহে——শেষ অনুরোধ——
জন্ম যদি হয় পুন ঋণ দিব শোধ।
নিঠুর সংসার যদি হয় সখি প্রতিবাদী,
মরণে (ও) নাহি দেয় চিতা-শয্যা-ভাগ——
নাথের চিতার ছাই সর্ব্বাঙ্গে মাখায়ে ভাই
চিতায় তুলিও মোরে শেষ অনুরাগ।
সযত্নে সিন্দূর গুলে দৃঢ় ধরি গুচ্ছ চুলে
বক্ষস্থলে লিখো মোর "অনিলের দাসী"
ওই জবনিকা পড়ে——সখি তবে আসি——

(মৃত্যু)

ন। যামিনি কথা ক শোন ফিরে চ ঘরে চ বোন——
কি করি——কি করি আমি——ও গো কোথা যাই——
আমিই রাক্ষসী ওরে আমি সব খাই।
হা অনিল——হা যামিনি——হা কমলা অভাগিনি——
অমিই তোদের সব মৃত্যু-মূলাধার——
আমিই সর্পিণী——তোরা ননীর আধার।
কেমন করে যে প্রাণ——দৃষ্টিহীন দুনয়ান——

ও কে? কি বিকট মূর্ত্তি? কে আছ কোথায়——
ও গো মরে যাই ত্রাসে——কাণে কি ও শব্দ আসে——
ওরা কে? মৃত্যুর চর? ওরা কারে চায়?

(উন্মত্তভাবে প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শিব-মন্দির

নদী-তীরস্থ শ্মশান

চন্দ্রপতি।

চন্দ্র। আজত চৈত্র সংক্রান্তি বৎসরের শেষ
এই সে শ্মশান——অই শিব-সমাবেশ——
পিতৃ-পাদপদ্ম আজ করিব দর্শন।
সানন্দে বন্দিব পূজ্য জনক-চরণ।
প্রতি পঞ্চ বর্ষ শেষে প্রহরেক তরে
অভাগ্য—আকাশে মোর সুগ্রহ সঞ্চরে——
পাই পিতৃ দরশন ভক্তিতে ভিজাই মন
পিতা ধর্ম্ম——পিতা স্বর্গ——পিতা তপোধন——
পিতা কি সন্তান জানে——পিতা ব্রহ্ম সুসন্তানে——
পিতৃপদধূলি মোক্ষ-নির্ব্বাণ-কারণ।
সে পিতা থাকিতে মোর পিতৃহারা আমি
পিতা এ সংসার ত্যক্ত পিতা ঊর্দ্ধগামী।
পিতা সুখী——অষ্টপাশ-মুক্ত জিতেন্দ্রিয়
নির্লেপ নিষ্কাম-চিত্ত নির্গুণ নিষ্ক্রিয়।
সংসার-পঙ্কাবরণে দৃষ্টিহীন দুনয়নে
আঁধার-আচ্ছন্ন-পথে চলিয়া বেড়াই——
কম্পিত-স্খলিত-পদ পতিত সদাই।
ধনে মানে সুখ নাই——রাজদণ্ডে সুখ ছাই——
কামনার তৃপ্তি কোথা? রে মুগ্ধ সংসারি——
অশান্তি-রাজত্বে তৃপ্ত শান্তির ভিখারি?

(মন্দির-দ্বার খুলিয়া শিবব্রতের প্রবেশ)

পিতা——পিতা——পূজ্যতম——কতকাল পরে
শ্রীপদ পাইনু——রাখ——বন্দি প্রাণভরে।
গত পঞ্চ বর্ষ প্রভু পঞ্চ যুগ মোর——
পুত্র যদি মন্দ হয় পিতা মাতা মন্দ নয়
কেন গো কাটালে তবে মমতার ডোর।
সংসার-সমুদ্রে ভেসে বড়ই কাতর
বেদনা-অবশ-অঙ্গ নাহি যে নির্ভর——
পিতা দশ দিকে চাই কোথা না আশ্রয় পাই——
সন্তানে অকূলে ফেলে থাক বা কেমনে
নিরাশ্রয় পুত্রে প্রভু রাখ শ্রীচরণে।

শি। বৎস কুশল?

চন্দ্র। কুশল? সে কথা আর করো না জিজ্ঞাসা
নিরুদ্দেশ সুখ-শান্তি-কুশল-ভরসা।
কুশল গিয়াছে মোর অনিলের সনে——

শি। অনিল কোথায়? সে কি?

চ। প্রভো সে রতনে
হারায়েছি পাপী আমি আপনার দোষে
মেরেছি আপন পায় কুঠার সন্তোষে।
অভিমানী পুত্র মোর——করিনু লাঞ্ছনা ঘোর——
পিতা মাতা পুরজন ছাড়িয়াছে রোষে।
পাঠানু অজস্র চর সন্ধানে তাহার
জল স্থল তন্ন তন্ন করি চারিধার
সব প্রত্যাগত তারা——একমাত্র পুত্রহারা——
যে পুত্র প্রাণের প্রাণ অন্ধের নয়ন——
এ বিপদে একমাত্র বান্ধব মরণ।
অনিল সর্ব্বস্ব মোর তারে হারাইয়া
পঞ্জরের প্রতি অস্থি গিয়াছে ভাঙ্গিয়া।

দিব রাজদণ্ড ছার——দিব ধনরত্নভার
পাই যদি স্নুতরত্ন——অনিলে চাহিয়া
বাঁচিব পরম সুখে ভিখারী হইয়া।
শত্রুপুরে করি বাস জান যে কারণে
যুদ্ধকথা যুদ্ধসজ্জা নাহি গো স্মরণে।

শি। পুত্র যুদ্ধ অবিহিত——বাসনা আমার
না হয় শোণিতপাত শরীরে চম্পার।

চ। যথা আজ্ঞা——মানামান হইয়াছে অবসান
হে পিতা পিতার প্রাণ বিদিত তোমার——
পুত্র মোর দাও ফিরে—— শত্রু-পদ-রেনু শিরে
আমরণ বহন করিব অনিবার।

শি। মিলিবে অনিল——শঙ্কা কর পরিহার——
আজ যাই——পাবে ত্বরা সাক্ষাৎ আমার।

চ। না না ছাড়িব না তোমা——অকুলে নির্ভর——

শি। বৎস চিন্তা নাই দেখা দিব পক্ষ পর।

(প্রস্থান)

চ। রোদনের কি ক্ষমতা হিমাদ্রি গলায়?
পাইব অনিলে প্রাণ জাগিছে আশায়।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ

ভীমরাজ, শয্যাগতা রাণী

ও পরিচারিকা।

রা। (ক্ষীণ স্বরে) রাজা কোথায়——

প। মহারাজ——

ভী। (চিন্তামগ্ন)

প। মহারাজ——মহারাজ——

ভী। (চমকিত ভাবে) কি——কি চাও——রাণী কোথা——
মহারাণী নাই?

রা। মহারাজ কমলা কোথায়——
এসে থাকে মা আমার দেখাও আমায়।

(রাজার উঠিয়া পদচালনা করণ

দাও তারে বুকে রাখি পূর্ণ হোক বুক
কত দিন দেখিনে যে কমলার মুখ।
আন তারে——সুধাই সে নিদয়া কেমন
আমারে ছাড়িতে তার কাঁদেনি কি মন।
ও কি শব্দ? প্রাণময়ী আসিছে আমার——
আয় রে কঠিন মেয়ে করি তিরস্কার।
কই গো সে এলো না যে——কি বলি প্রাণের মাঝে——
কি যাতনা——ওঠা পড়া কি যে অনিবার——
সোণার কমলা তুই কোথা রে আমার?
মহারাজ কথা কও কমলা কি নাই?
ভাল হোক মন্দ হোক বার্ত্তা তার চাই।

ভী। (অন্যমনস্ক ভাবে পদ চালনা)

রা। বুঝিয়াছি মহারাজ——প্রকাশের নাহি কায——
এত রূপ এত গুণ এ অল্প বয়সে——
বাঁচে না বাঁধিতে আসে শক্তিশেলপাশে।
ছেড়েছে কমলা মোর মৃতুরাজ্য পাপ——
কমলা——কমলা——মা গো——ওহো কি উত্তাপ!!
মহারাজ——

ভী। (অন্যমনস্ক——নিরুত্তরভাবে পদ চালনা)

প। মহারাজ——মহারাজ——

ভী। রাণি——মহিষি

রা। প্রভু! পদধূলি দাও ললাটে আমার
বিদায়——বিলম্ব নাই——যাই কমলার——

(মৃত্যু)

প। রাণি——মহারাণি——ওগো কে আছ
এস গো——মহারাজ——রাজা সর্ব্বনাশ
হয়েছে——

(রাজা অজ্ঞানাবস্থায় দণ্ডায়মান)

মহারাণি——জননি——ওমা কথা কও——
ওমা——আমাদের কোথায় ভাসিয়ে চল্লে মা——

(অন্যান্য পরিচারিকা ও পুরমহিলাগণের প্রবেশ ও ক্রন্দন)

প। মহারাজ——মহারাজ——একি হল?
মহারাজ যে অজ্ঞান——ওরে জল আন——
শীঘ্র জল আন——

(জল আনয়ন)

(ও রাজার মস্তকে জল সেচন)

ভী। (চকিত ভাবে) কি——কি——কেন কোলাহল——
গতপ্রাণা রাণী?

(উন্মত্ত ভাবে) মহারাণি——মহারাণি——না না রাণী নাই—
যাও কক্ষান্তরে সব——যাও——যাও——যাও——
অবজ্ঞা করো না কথা——বিলম্বে আসিও——

(সকলের ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান)

(রাণীর বক্ষে পড়িয়া)

এ নিরয়-কুণ্ড হতে ভাগ্যবতী তুমি
পলাইলে আগে——প্রাণেশ্বরি ! জুড়াইলে
অবিরাম প্রজ্বলিত অগ্নিশরদাহে।
যে রাজ্যে অনন্ত তৃপ্তি, অনন্ত আনন্দ
বির'জে, সে রাজ্যে প্রিয়ে করিলে প্রস্থান।
পুণ্যবতি ! চির সুখে করগে বিশ্রাম।
নহে জীবনার্দ্ধ নারী, সাধ্বী পতিপ্রাণা
প্রমদা জীবনাধিকা;——ছিলে প্রাণময়ী
প্রেয়সি করিয়া গেলে গতপ্রাণ মোরে।
অন্ধ আমি, প্রাণ ভরে দেখিনে তোমায়
জীবনে——অমৃত পেয়ে অযাচিত হায়
ঘোর পাপী, বুঝি নাই মর্য্যাদা তাহার।
আজ বুঝাইলে শক্তি তেজ দম্ভ মোর
সকলি আছিলে তুমি, বুঝাইলে আজ
তোমা বিনা আমি নই——তুমি আমি মোর।
আজ বুঝিতেছি ওই মৃণাল-বাহুতে
কি শক্তি ধরিতে——তার নির্ভর বিহনে
অক্ষম উঠিতে আমি——বুঝিতেছি আজ
ও মূর্ত্তির আলো বিনা অন্ধকার প্রাণ।
ভাগ্যবতি পলাইলে তুমি——দুরাচার
একা তপ্ত মরুভূমে রহিনু পড়িয়া।
দুর্ভাগ্যের শরাঘাতে বড় জর জর

সর্ব্বাঙ্গে বেদনা লয়ে করেছি আশ্রয়
এ বক্ষ——সকল ব্যথা ঘুচিয়াছে মোর——
প্রাণাধিকে করে গেলে সে আশ্রয়হারা।
যাও সুখে থাক——যেন জন্মজন্মান্তরে
তোমা সম পত্নী পাই——করি আশীর্ব্বাদ
এ হেন অভাগ্য পতি করো না বরণ।
হা কমলা স্বর্ণলতা সর্ব্বস্ব আমার
চলেছে জননী তোর——নে পথ বাড়ায়ে।
নিষ্ঠুর রাক্ষস করে পরিত্রাণ লভি
থাক মা আনন্দে থাক জননী কন্যায়।
স্বহস্তে সুবর্ণ পুরী করিনু শ্মশান
মূর্ত্তিমান পাপ আমি নৃত্য করি তায়।

(জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া ঊর্দ্ধমুখে)

পিতা জন্মদাতা কোথা——সজ্ঞানে কখন
দেখিনে শ্রীপদ তব——কোথা আছ আজ
দেখা দাও——বড় শূন্য বড়ই দুর্ব্বল,
প্রাণ ছিন্ন ভিন্ন, যথা বজ্রাহত তরু
পড়ে আছি——নয়নের মোহ-আবরণ
গিয়াছে খুলিয়া——গেছে দম্ভ অহঙ্কার।
কোথা আছ অভাগার শৈশব হইতে
নিরুদ্দেশ——কোথা আছ স্বর্গে কি মরতে
পিতৃ-আত্মা দেখা দাও——কাতর সন্তান
ডাকিছে কাঁদিয়া——মত্ত অনিত্য দেহের
অস্থায়ী শক্তিতে তেজে করেছি ভ্রমণ——
হইনে কাতর——আজ ভেঙ্গেছে সে তেজ।
দশদিক অন্ধকার——জ্বলন্ত শ্মশান——
চারি পাশে বিভীষিকা—— সহচর যারা

একে একে কোথা দে কে করে পলায়ন।
ভীত বলহীন একা মাঝে পড়ে তার
কাঁদিতেছি প্রাণে রাখ কাতর সন্তানে।——

(শিবব্রতের প্রবেশ)

শি। বাছা রে কাতর কেন কেহ নাহি থাকে
আমি আছি তোর——

ভী। প্রভো! গুরুদেব দেহ পদধূলি শিরে
তনয়া স্ত্রীহন্তা আমি——জীবনে মরণে
অক্ষয় নরক জ্বালা ব্যবস্থা আমার।
লক্ষ লক্ষ বৃশ্চিকের নিষ্ঠুর দংশনে
জর্জ্জরিত প্রাণ আজ——কহ ভগবন
কি করি কোথায় যাই——এ জ্বালা জুড়াতে?
শত শত অশরীরী পিশাচ-চরণে
চূর্ণীভূত কলেবর——দুর্ব্বল ত্রাসিত
আমি——

শি। মহারাজ বিজ্ঞ তুমি——

ভী। প্রভো নহি মহারাজ——নহি চম্পানাথ
স্ত্রী-পুত্রী-ঘাতক পশু দগ্ধ-অনুতাপ——
এ অধমে বিজ্ঞ নামে করো না সম্ভাষ।
নররূপী দেব তুমি——কত উপদেশ
সযত্নে রোপিতে গেছ——এ বক্ষ পাষাণ
শুকায়েছে নিরঙ্কুর পড়িয়া হেথায়।
আজ সে পাষাণ প্রভো গিয়াছে গলিয়া
আজ সে লৌহের স্তূপ হইয়াছে নত——
(চরণ ধরিয়া) চল ঘোর বনভাগে অচল-কন্দরে

যথা প্রাণীশ্বাস নাই——শিখিগে সাধনা——
এ তীব্র যন্ত্রনা যদি ভুলি সাধনায়।

(রাজার হস্ত ধরিয়া)

শি। উপলক্ষ মাত্র জীব——এ লীলা-প্রসূতি
সংহার-স্বজন-কর্ত্রী——স্ত্রী-কন্যা-বিরহে
হয়েছ অধীর বৎস উন্মত্ত-হৃদয়।
এ বিশ্ব-বন্ধনী মায়া সর্ব্ব মূলাধার
সাধ তার সর্ব্বনাশী গ্রাস পাসরণে।
ক্ষীণ পুত্তলিকা-সাধ্য কত বলবান
স্বজন সংহার করে——স্ত্রী-পুত্র-বিয়োগে
নহ অপরাধি তুমি——হৃদি-স্থিত সেই
পরমাত্মা-প্রধাবিত জীবপুঞ্জ সদা।

(রাজাকে উঠাইয়া)

ধর বাক্য শোক তাপ দুঃখ পরিহর
প্রবৃত্তি-বিজয়ে কর মানস সংযোগ——
তুমি কার কেবা তব গঠিত সম্পর্ক—
—ভঙ্গে বিষাদিত কেন——চল সভাস্থলে
ভেবে দেখ কত প্রাণ তোমার আশ্রয়ী।

ভী। না না অভিলাষ নাই——রাজদণ্ডভার.
পারিব না ক্ষীণ ভুজ বহিতে তাহায়।
কৃপাবান! অনুগত জনে কৃপা কর——
সংসার-উৎসঙ্গ হতে ছিন্ন কর মোরে।
হেন কোন স্থানে যাই নাহি পরিচিত
পদার্থ, জাগাতে যথা স্মৃতির অনল।

শি। ভাল তাই হবে রহ এক পক্ষ কাল
রাজকার্য্যে——যত কষ্টে যত ক্লেশে হয়——
পক্ষ পরে সুবিধান করিব বিহিত

চঞ্চলতা অবিধেয়; নহে ফলবান
কার্য্য কভু সুচঞ্চল কর-সম্পাদিত।

(রাজাকে লইয়া প্রস্থান)
(পটক্ষেপণ

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্র-তীর

কমলা

ক। একবার দেখে আসি মিলন-কানন
দেখে আসি থাকে যদি সে শশী-বদন——
না না না——দেখে সে চাঁদ মরণে রবে না সাধ,
দ্বিগুণ বাড়িবে মায়া জীবন-ধারণে——
উদ্দেশে প্রাণেশ তব প্রণমি চরণে।
হে অকূল নীলাম্বুধি দাও বক্ষে স্থান
জুড়াই তোমার গর্ভে ভস্মীভূত প্রাণ——

কানাড়া——

বিষাদে ডুবিল সাধ
সুখ দুঃখ শুকাইল——
না চিনিতে জীবন কি জীবলীলা ফুরাইল।
বুঝাতে পারি না প্রাণে চারি ধারে মায়া টানে
অকালে নিকুঞ্জ মম পবনে ভাঙ্গিয়া দিল।

হে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-পতি! অবোধিনী নারী
দুরন্ত মানসবশে করি মহাপাপ——
ইহলোকে কেঁদে যাই——পরলোকে যেন
না ঝরে নয়ন নাহি পাই মনস্তাপ।

(সমুদ্রে আত্ম-বিসর্জ্জন)

(শূন্যে রতি ও দেবকন্যার আবির্ভাব)

র। দেখ সহচরি
এখন (ও) অৰ্দ্ধেক শূন্যে——নামিনি মরতে
পড়িল কি মৰ্ম্মভেদী দৃশ্য দৃষ্টিপথে।
কিশোর কুসুমকলি সংসার-নিদাঘে জ্বলি
করিল আপনা দান অকূল সাগরে
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা অতল কন্দরে।
সঞ্জীবনী মালিকার গুণাগুণ পরীক্ষার
এ উত্তম অবসর——সখি তুমি যাও
প্রবেশিয়া নীল জলে সমুদ্রে সুধাও——
আমার প্রার্থনা মতে আপনার বক্ষ হতে
ও বালার মৃত দেহ করি অন্বেষণ
করিবে কি অম্বুপতি আমারে অর্পণ?

দে। করিবে অর্পণ? তা'তে সন্দেহ আবার?
ঠেলিবে তোমার আজ্ঞা? ক'টা মাথা তার?
কুগ্রহে পড়িয়া যদি তোমারে না মানে
সমুদ্রে জ্বলিবে অগ্নি সমুদ্র তা' জানে।
ভাল তুমি রহ স্থির অন্তঃপুরে জলধির
পশিয়া জানাই তারে তব অভিলাষ——

(দেবকন্যার সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ)

র। এতদিনে
সাধনার ফল মোর হইবে প্রকাশ।

(সাগর ও সাগর কন্যাগণের সহিত দেবকন্যার উত্থান)

সা। (রতির প্রতি) ভগবতি ধন্য আজ সাগর-জীবন——
অঙ্গের আলোকধারে অন্ধকার পারাবারে
করিলে আলোকময়ি উজ্জল বরণ।
যৌবন ফিরেছে যেন বাৰ্দ্ধক্যে ঠেলিয়া,
দিগন্ত প্রভায় দেবি যেতেছে ডুবিয়া——

বিশুষ্ক মরুভূ মন আজ যেন কুঞ্জবন
শত শত কল কণ্ঠে করিতেছে রব,
হৃদয়ের প্রতি কক্ষে বসন্ত উৎসব।

মিশ্র যোগিয়া——

সাগর কন্যাগণ। মোরা জীবন-পাথারে ভেসেছি——
যেন তুফান না পাই হেসে ভেসে যাই
এই সাধ প্রাণে রোপেছি গো।
বিষাদ-বারিদে আকাশ না ছায়——
বিরহ-বাতাস জল না কাঁপায়——
মন যারে চায় তারে যেন পায়
উপায় ও পায় জেনেছি গো।

র। বৎসে আশীর্ব্বাদ করি প্রাণের মিলনে
জীবন-সাগরে রত রহ সন্তরণে——

মিশ্র যোগিয়া——

সা ক। দিনে দিনে যেন হয়ে যাই পার
আঁধারে পড়িয়া না দেখি আঁধার,
নাহি করি সার নেত্র-নীর-ধার
হাসি দিয়ে হার গেঁথেছি গো।

র। পরিয়া হাসির হার হও সে সমুদ্রপার
প্রমোদ-তরঙ্গ-বুকে তরি বিনোদিনি!
সা ক। প্রণমি শ্রীপদে মোরা মন্মথ-মোহিনি!
(সাগর কন্যাগণের জলাভ্যন্তরে প্রস্থান)

র। শুন রত্নাকর
নহে গত বহুক্ষণ করিলাম দরশন
ডুবিল তোমাতে এক রত্ন মনোহর।

বালিকা সে——বুঝিনু না কি বিষাদ ভরে
বিসর্জ্জিল নীলজলে ননী-কলেবরে।
বিনীত প্রার্থনা মম মৃত দেহ তার
এনে দাও——প্রয়োজন তাহাতে আমার।
গোপনে কি কায সিন্ধু নিবেদি তোমায়
এই যে পদ্মের মালা আমার গলায়——
কত শত যুগ ধরি কঠোর সাধনা করি
এ মালা গেঁথেছি——কত তন্ত্র মন্ত্র মতে——
পরীক্ষা করিতে গুণ এসেছি মরতে।
এ মালা পরিলে গলে মৃতে পাবে প্রাণ
আন সে বালিকা আমি করিব প্রমাণ।
সময়ে মরণ যার এ মালা নহে তাহার——
ঘুচাতে অকাল লয় জনম ইহার।
বলেছি এ বহু যত্ন——বহু সাধনার।

সা। যথাজ্ঞা অনঙ্গ-প্রিয়া——এত কৃপা যদি,
যদি পূর্ব্ব পুণ্যফলে অভাগ্য জলধি
দেখিতে পাইল তোমা——এস স্মর-মনোরমা
দীনের আবাসে কর আতিথ্য গ্রহণ,
বালিকার মৃত দেহ করিব অর্পণ।

(সাগর দেবকন্যা ও রতির সাগর-গর্ব্ভে প্রবেশ এবং কমলার মৃত দেহ লইয়া রতি ও দেবকন্যার পুনরুত্থান)

(কমলার গলায় পদ্মমালা পরাইতে পরাইতে)

টোড়ি ভৈরবী——

র। মোহন বসন্তানিল চন্দ্র-কিরণ
চরাচর-ধরাধর-সাগর-ব্যোম-
নিশ্বাসে মালা তব করেছি গঠন।
চেতন-অচেতন সুর-নর কম্পন

অপাঙ্গ-কণা মম করেছি অর্পণ।

প্রচণ্ড রবিতাপে যে কলি শুকায়ে যাবে

দিবে তারে নবীন জীবন।

চিনিবে না নর নারী যে হৃদয়ে রবে তারি

মৃত হ'লে আনিবে চেতন।

(কমলার মৃত দেহ তীরাভিমুখে ভাসাইয়া দিয়া)

(দেবকন্যার প্রাত) চল অন্তরীক্ষে থাকি দেখিগে দুজনে

বিশুষ্কা বসন্তলতা বাঁচে কি জীবনে।

(অন্তরীক্ষে অন্তর্ধান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ

চন্দ্রপতি ও রাণী।

রা। কুক্ষণে বিবাহ কথা করিয়া উত্থান
হারানু অনিলে মোর প্রাণাধিক প্রাণ।
কার মুখ দেখি আর হইব সংসারী ছার
চল বনে গিয়ে রাজা কাটাই জীবন——
ভেঙ্গেছে সাধের ঘর সুখের স্বপন।

চ। না জানি কি নিদারুণ কর্ম্মফলে রাণি
বার্দ্ধক্যে ব্যথার বোঝা বহিনু মাথায়——
আজন্ম সুধাংশু-প্রভা ভুঞ্জিয়া বিধাতা
চরমে পতন হ'ল অমা-তমসায়।
লেগেছে প্রবল ঝড় ভেঙ্গে গেছে বুক
অসাড় পড়িয়া আছি নাহি সুখ দুখ।

রা। যামিনী অনিল-প্রাণা সেও নিরুদ্দেশ
কি পাপে সোণার পুরী ভস্ম-অবশেষ।
বলিবার নহে নাথ কি হয়েছে প্রাণ
কপালে কুবের-গৃহ বিকট শ্মশান।
কি ছার প্রবোধ দাও পাগলে বুঝাতে চাও
বল হৃতরত্ন আমি পাব কি না পাব?
আশায় অগ্নির ভার কত বয়ে যাব।

চ। না দিই প্রবোধ রাণি সে ক্ষমতা নাই
আমারে প্রবোধে কেবা ভাবিয়া না পাই।
বার বার আশা পোষি হতেছি নিরাশ
তথাপি মানব মন নাহি ছাড়ে আশ।

সত্য কি অনিল মোর কাটা'বে মমতা ডোর
এত কি কঠিন হতে শিখেছে অনিল ?
তুমি মরণের সাথী——আমিত মস্তক পাতি
বজ্রাঘাতে রোধে যদি নয়ন-সলিল।
বৃদ্ধ পিতা মাতা প্রাণে পাড়ি হাহাকার
পলাইল——পুত্র সেত——উচিত কি তার ?
বধি পিতৃ-মাতৃ-প্রাণ তুষিবে কি অভিমান ?
না হয় দুর্বুদ্ধিবশে করেছি ভৎর্সনা——
আমিত জনক——তার নাহি কি মার্জ্জনা ?
"পাইবে অনিলে"——পিতা কহিলেন মোরে
তাঁর কথা শেষ আশা তুলেছে অন্তরে——
দেখি এক পক্ষ আর——নাহি পাই——প্রতিকার
করিব——বল্কল পরি ছুটিব কাননে——
চাও তুমি——চিতানলে তেজিও জীবনে।
পাই যদি বক্ষে ধরে আশিস করিব তারে
হয় যেন প্রাণাধিক শত পুত্রবান——
বোঝে যেন পিতৃস্নেহ——মমতার টান।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। যুবতী উন্মত্ত প্রায় কে এক তোরণে,
মাগে রাজ-দরশন প্রলাপ-বচনে
রাজ-অনুমতি কিবা——

চং। মনস্থ কি তার
ভিক্ষা চাহে ? ভিখারিণী ?

প্র। নহে সে আকার
চাহে তব দরশন——বলে আছে কথা——
সম্ভ্রান্ত-পুর-বাসিনী নাহিক অন্যথা।

চ। অবিলম্বে আন তারে করিয়া সম্মান।

প্র। যথাজ্ঞা——

(প্রস্থান)

চ। কি হেতু করে আমার সন্ধান?

(প্রহরীর সহিত নলিনীর প্রবেশ)

ন। মহারাজ——মহারাজ——কহ রাজা কোথা?

(রাজার দিকে চাহিয়া)

আপনি কি চন্দ্রপতি——কহ——কহ——কথা
বিলম্বে প্রমাদ হবে——হবে সর্ব্বনাশ——

চ। কে তুমি?

ন। যে হই আমি——থাকে অভিলাষ
অনিলে দেখিতে তব——

রা। কে তুমি দেবতা
কোথায় অনিল মোর——কোথায় সে——কোথা——

ন। দেখেছি যে দৃশ্য——ওহো সে কি বিভীষিকা
রাক্ষসী সে——রাক্ষসী সে——সে নহে বালিকা——

চ। কে রাক্ষসী? কার কথা?
(প্রহরীর প্রতি) একি পাগলিনী

ন। নহি পাগলিনা——আমি ত্রাসিতা কামিনী।
অঙ্গ কাঁপিতেছে——চল——চল দ্রুতগতি——
নিরখিবে যদি মৃত পু ্রের মুরতি।

রা। অঁ্যা——অঁ্যা——হা অনিল——হা——

(মূর্চ্ছিতা)

চ। রাণি——রাণি——কই——এস কে আছ কোথায়——

(পরিচারিকাগণের প্রবেশ)

মূর্চ্ছাগতা রাণী দেখো জীবন না যায়——
(নলিনীর প্রতি) চল কোথা পুত্র মোর——মৃত বা জীবিত—

ন। রাক্ষসী? রাক্ষসী নয়——রাক্ষসী-শঙ্কিত

সে হৃদয়ভেদী দৃশ্য——বিরচিত তার——
কি হবে——কি হবে——ওগো কি হবে আমার ?

চ। কে তুমি ?

ন। কে আমি ?——কই——কে আমি জানি না——
সময়ে বলিব সব এখন পারি না।
চল চল——কেন কর বিলম্ব বৃথায়
সাথী কই——একা গেলে মরিবে শঙ্কায়।
ভয়ঙ্কর——পিশাচী সে——করো না সংশয়——

চ। (স্বগত) প্রকৃতিস্থা নহে নারী——বিকৃত হৃদয়
দারুণ শঙ্কায়——হায় কি দেখিতে হবে——
(প্রকাশ্যে) চল বহির্ভাগে——যত ইচ্ছা রক্ষী লবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

মিলন-কুঞ্জ

আর্দ্রবসনা আলুলায়িতা

কমলা——

ক। মরি মরি মনোরম মধুর স্বপন——
ত্রিদশ-তটিনী-তীরে——অপ্সরায় ছিল ঘিরে
শুনিতেছিলাম মৃদু বীণার বাদন।
পাশে পড়ে ফুল ডালা মন্দার বাছিয়া মালা
গাঁথিলাম——পরিব গলায়——
দূরেতে চাহিয়া দেখি বিহার-তরণীপরে
দুখিনীর সাধনার ধন।
তরণী লাগিল তীরে হাসি হাসি আসি ধীরে
মালিকা চাহিল মোরে নাথ——
সানন্দে সে কণ্ঠে মালা করিনু অর্পণ।
কেহ করে শঙ্খধ্বনি কেহ বা ধরিল গান
তুলিল অপ্সরাকুল আনন্দ-কল্লোল।
লজ্জাতে——সুখেতে বড়——হইলাম জড় সড়——
নত মুখে শুনিলাম সে প্রমোদ-রোল।
সোহাগে অনিল কর করিল ধারণ
পলাল নিঠুর নিদ্রা অমনি তখন।

(বিলম্বে)

হা নিখিল-স্রষ্টিকার——কর্ম্মক্ষেত্র কেন ছার——
এ ধরা হল না কেন হেন স্বপ্নময়——
কেন দুঃখ হা হুতাশ——ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাস?

তোমারিত সৃষ্টি সব——সব তোমাময়।
কেন না করিলে প্রভু মানব-জীবন
সুরভি-কুসুমময়——সুখের স্বপন ?
সে স্বপ্নে মগন ভাব জীবন-পরিধি
স্বপ্ন-ভঙ্গে লীলা-ভঙ্গ মরণ-সন্নিধি।
হইত মানব জন্ম কতই সাধের
জীব-লীলা হত নাথ কত প্রমোদের——
কতই কামনা আশা——কত প্রীতি ভালবাসা
পুষ্পবৃষ্টি করিত এ প্রাণে নিরন্তর
কতই মমতা হত পরমায়ুপর——
বিষাদ বেদনা অশ্রু গঠিলে যে করে
সে করে আনন্দ হাসি শান্তির সুধাংশু রাশি
হত না কি সাধ যদি করিতে অন্তরে ?
শান্তিময়——অশান্তিরে কেন স্থান দাও——
জানি না কেমন প্রাণ সন্তানে কাঁদাও।

(বিলম্বে)

হায় সে নিদয়া নিদ্রা পলাল তখন
চেয়ে দেখি পুরোভাগে সমুদ্র ভীষণ।
আত্ম-বিসর্জ্জন কথা আসিল স্মরণে
বুঝিনু বিধাতা মোর বিবাদী মরণে।
পাপিনীর কলেবর বুঝি নীল জলধর
কাতর হৃদয়ে স্থান করিতে প্রদান——
মরিয়া বাঁচিনু তাই——হা বিধাতঃ কোথা যাই
কি সে রে অখণ্ড আয়ু হবি অবসান?
অনিল-দর্শন-আশা জাগিল অন্তরে
আসিনু অবশ পদে এ নিকুঞ্জপরে——
যদি থাকে——লুকাইয়ে দেখি তারে——পুন গিয়ে

পড়িব সমুদ্রগর্ভে——দেখি কতবার
সাগর বিবাদী হয় মরণে আমার।
পূরিল না শেষ আশা——মিছে এ নিকুঞ্জে আসা——
যাই তবে পুনর্ব্বার পড়িগে সাগরে।

(উঠিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে দূরে শায়িত
অনিল-মূর্ত্তি দেখিয়া)

পূরেছে——পূরেছে সাধ——ওই যে অদূরে
আমরি——

(অনিলের নিকটস্থ হইয়া)

সিন্ধুড়া——

বসন্ত বনপতি
ঘুমায়ে পড়েছে বনে——
কুন্তলে কপোলে ফুল
লুণ্ঠিত লতিকা সনে।
রক্ত কোকনদ ভ্রমে ভ্রমরা চরণে ভ্রমে
তরুকণ্ঠে বিহঙ্গিনী মঙ্গল আরতি ভণে।

এ মূর্ত্তি দেখিলে থাকে মরণে কি সাধ?
এ মণি থাকিতে হায় ফণিনী মরিতে যায়
বিধাতার এ কেমন দারুণ বিবাদ——

(অনিলের চরণ-প্রান্তে বসিয়া)

হা অনিল! প্রাণপতি! আসিয়াছে দাসী
কমলা হতে কি নাথ নিদ্রার প্রয়াসী?
অনিল জীবিতেশ্বর——এত নিদ্রা একি——
ওঠ কমলার প্রিয় শেষ দেখা দেখি——

(উচ্চকণ্ঠে)

অনিল——অনিল——শোন——কি নিদ্রা গভীর!
দেখিবে না পাপিনীরে করেছ কি স্থির?

অনিল——অনিল——

(অনিলের বক্ষে হস্ত দিয়া সত্রাসে)

ওমা একি সর্ব্বনাশ!

দীর্ণ বক্ষ——রক্ত-স্রোতে নদীর প্রকাশ!

(অনিলের বক্ষে পড়িয়া)

তবে কি কমলাপতি মহানিদ্রাগত?

মুদিত কি আঁখিপদ্ম জনমের মত?

কমলা! হতভাগিনি!——রে কঠোর প্রাণ

সমুদ্রে ডুবিনু তবু নাহি অবসান?

হা বিধাতঃ এ দৃশ্য কি দেখাবার তরে

লইতে জীবন মোর বারিলে সাগরে?

কে সে দস্যু নিরমম——এ নির্ম্মল মনোরম

চারু পারিজাত-বক্ষে বিঁধিল কুঠার?

কি পাষাণে হৃদয়ের নির্ম্মাণ তাহার?

অনিল সর্ব্বস্ব মোর জীবন-মরণ-ডোর

কমলা যে তোমা লাগি সর্ব্ব-তেয়াগিনী——

এত সাধ এত আশা এত স্নেহ ভালবাসা

ভুলে কি ফুরালে লীলা-বসন্ত-যামিনী?

জগত ভালর নয়——হা বিধাতঃ নিরদয়

কেন ক্ষণস্থায়ী কর——কর যা সুন্দর?

রূপে গুণে পূর্ণ করে কেন দু'দিনের তরে

পাঠাও——করিতে বৃদ্ধি শোকের সাগর?

প্রাণনাথ তোমা ছাড়া রবে না কমলা——

কমলা অনিল-প্রাণা অনিল-বিভোলা।

চল আমি সঙ্গে যাই——জগতে হল না ঠাঁই——

বক্ষপূর্ণ ভালবাসা রেখেছি তোমার

পরলোকে ডালি পাবে প্রীতি অধীনার।

(বিলম্বে)

জলধি-তরঙ্গ'পরে ভাসিতে ভাসিতে
বুঝি এ পেয়েছি মালা গাঁথা নলিনীতে।
জীবনে মরণে দাসী তব পদ অভিলাষী
স্বপনে দেখেনি কভু অন্য রূপ আর——
পদানতা প্রেমাধীনা কমলা তোমার।
জীবনে মনের কথা মনেই আছিল গাঁথা,
অতিথি মরণ-দ্বারে কারে ভয় আর——
এ মালা তোমার বক্ষে দিনু উপহার।

(অনিলকে মালা পরাইয়া)

নিশিপতি নীলাম্বর——কাননের অধীশ্বর——
হে দেবতা——পশু পাখি——রাখিও স্মরণ
অনিলে অর্পিনু মালা করিনু বরণ।

(অনিলের নিশ্বাস ও শরীরে চমক অনুভব করিয়া)

এ'কি পড়িতেছে শ্বাস——চমকে শরীর——
রে কমলা——অভাগিনি——হোসনে অস্থির।
বিধাতঃ ব্রহ্মাণ্ড-পতি চাহ একবার
ফুটাও আশার দীপ্তি নিরাশে আঁধার।
আঁচল ভিজায়ে আনি সমুদ্র-জীবন——

(উঠিয়া ছুটিতে ছুটিতে)

কি আছে কপালে——কেন কাঁপিছে চরণ?

(জল আনিয়া অনিলের সর্ব্বাঙ্গে সেচন ও বক্ষের ক্ষত পরিষ্কার করণ——অনিলের চক্ষু উন্মীলন)

ক। অনিল——অনিল——

অ। (ক্ষীণস্বরে) হা নিদয়া রাক্ষসি যামিনি——

ক। কে যামিনী——চেয়ে দেখ তব প্রেমাধিনী
কমলা——

অ। কমলা? কই——এ বুঝি স্বপন?

ক। কমলা——স্বপন নহে কমলা-জীবন——

অ। কমলা? কমলা?——তবে যামিনী কোথায়?

ক। যামিনী কে?

অ। পিশাচী সে রমণীর কায়।

কমলা——কমলা——আর হয়ো না আঁখির বার

মরেছিনু, প্রাণময়ি প্রাণ দেছ মোরে——

প্রিয়ে যদি পুনর্ব্বার কর দাসে পরিহার

ঝাঁপায়ে তেজিব প্রাণ অকুল সাগরে।

(বক্ষে হস্ত দিয়া)

বক্ষে যে বিষম ব্যথা——একি?——মালা কার?

ক। জীবন তেজিব বলে অকূল সাগর জলে

করেছিনু আত্মদান——হল না মরণ,

তীরেতে ভাসিয়া আসি পাইনু জীবন।

জ্ঞান হতে দেখি মালা দুলিতেছে গলে,

কি জানি কাহার মালা——বুঝি ছিল জলে——

অ। তুমি পরায়েছ মালা কমলা আমায়?

ক। (অনিলের কর ধারণ করিয়া)

অনিল জীবিতেশ্বর রেখো মোরে পায়।

জীবনে মরণে আমি তব ক্রীতদাসী

প্রাণনাথ——তব পদ-সেবার প্রয়াসী——

দিছি মালা——নারী আমি করেছি বরণ

পতিত্বে তোমায়——নাথ রাখিও স্মরণ——

অ। প্রেয়সী এ স্বপ্ন নহে——ভাঙ্গিবেনা আর?

(চন্দ্রপতি রক্ষীগণ ও নলিনীর প্রবেশ)

চ। হা অনিল——প্রিয় পুত্র——এ দশা তোমার?

(চন্দ্রপতির চরণে পড়িয়া)

অ। পিতা অপরাধী আমি অযোগ্য ক্ষমার——

চ। না বুঝি অযোগ্য যোগ্য——পেয়েছি তোমায়,
ওঠ বৎস গৃহে চল——বুঝি প্রাণ যায়
এতক্ষণে জননীর বিরহে তোমার
আমাদের কেবা আছে তোমা বিনা আর?
আর এক পক্ষ'পরে প্রজ্বলিত চিতাপরে
না পেলে তোমার দেখা করেছিনু স্থির——
জুড়াইব জ্বালা——শুকাইব নেত্রনীর——
অনিল নির্দ্দয় এত হইলি কেমনে
অবাধে পিতামাতায় বধিস জীবনে?

(চন্দ্রপতির চরণ ধারণ করিয়া)

অ। হে পিতা অপুত্র আমি——অযোগ্য ক্ষমার——

চ। পুত্ররত্ন প্রাণাধিক সর্ব্বস্ব আমার——
আমিই আপন দোষে আপন দুর্বুদ্ধিবশে
হারাইয়াছিনু তোমা——পোষি দুগ্ধ দানে
কাল সর্প——মালা তায় গাঁথিয়া যতনে
পরাতে গেছিনু তোমা——ভ্রান্ত চিত্ত হায়
পারিনে বুঝিতে ভেদ গরল সুধায়।
পাপিনীরে বাল্য হতে কন্যা নির্ব্বিশেষে
রেখেছিনু——পুরস্কার ভাল দিয়াছে সে——

অ। যামিনী কোথায়——

চ। অভাগীর মৃত দেহ জ্বলন্ত চিতায়
ভস্মময় এতক্ষণে——তোমা মৃত ভাবি মনে
রাক্ষসী বধিয়াছিল প্রাণ আপনার,
তোমায় পেয়েছি শুধু কৃপায় ধাতার।

(কমলার কর ধারণ করিয়া অনিল)

বিধি মোক্ষ——উপলক্ষ সেবা কমলার।

পিতা পুত্রবধূ তব প্রাণদাত্রী মম
কমলা মানবী রূপে——গুণে দেবী সম।
পেতে না কমলা বিনা অনিলে তোমার
জীবনে হবে না শোধ ঋণ কমলার।

(কমলার চন্দ্রপতিকে প্রণাম)

চ। পূর্ণলক্ষ্মি মা আমার——আমি অভাজন
করেছি পিতার তব শত্রুতা সাধন——
প্রাণ দিয়া বৈরীভাব ঘুচাব যতনে
চল লক্ষ্মি এ দীনের কুটীর-প্রাঙ্গণে।

অ। পিতা অবিলম্বে চল মা আছে কেমন
কত দিন দেখিনে যে মার শ্রীচরণ।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ

শিবব্রত—ভীমরাজ।

ভী। সসাগরা বসুন্ধরা সহ অভ্রভেদী
ভীম শৃঙ্গধররাজি——চন্দ্র সূর্য্য সোম
শুক্র আদি সমন্বিত বিপুল গগন——
দিবা নিশা জল স্থল——নহে পরিস্ফুট——
আচ্ছন্ন নিবিড় ধূমে——মায়া কি মমতা
আশা কি নিরাশা——চিন্তা—— স্মৃতি কি বিস্মৃতি
অতীত কি বর্ত্তমান——এ হৃদয় হতে
চিরনির্ব্বাসিত——চিত্ত স্থির——অচঞ্চল।
পূর্ব্ব বা পশ্চিম কিম্বা উত্তর দক্ষিণ,
অনন্ত অনন্ত ধূমে সমাচ্ছন্ন দিক।
সে অনন্ত ধূমরাশি ভেদি মূর্ত্তি এক
শত সূর্য্য-শশধর-রশ্মি-উদ্ভাসিত
তেজস্ক পূর্ণ-মহিম দীর্ঘ কলেবর
পড়ে চক্ষে——অনন্ত এ ধূমের সাগরে——
সেই মাত্র অবলম্ব বুঝিতেছি মম।
সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রভো আপনার।
নিরাশ্রয় এ দীনের এ মরু-পাথারে
আশ্রয় আপনি——নহি নিরাশ্রয় আমি।
সংসার প্রবল রিপু——অস্ত্রাঘাতে তার
জর জর দেহ মোর——এ নরক হতে
কবে মুক্তি দিবে মোরে হে মুক্তি-প্রদাতা।
বিধাতার চারু সৃষ্টি বিধাতার থাক——

আশা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ ঘুঁচিয়াছে মোর,
সাধ নাহি সে সৃষ্টি-নিবাসে——যতদিন
আয়ু——তবু অব্যাহতি নাহি অভাগার।
সাধ প্রাণে সাধনায় এ কটা প্রহর
কাটাইব জীবনের——হে গুরো আপনি
সম্মত প্রস্তাবে মম——বিলম্বে কি ফল।

শি। রাজ্য তব কারে দিবে ভেবেছ রাজন——

ভী। ছার রাজ্য——রাজ্য কার——দিব বা কাহারে——
লউক যে পারে প্রভো——সামান্য এ বাধা
লঙ্ঘনে না করি ভয়——

শি। ভাল চিন্তা কর——বোঝ শক্তি আপনার——
আমার আপত্তি নাই——চলি কার্য্যান্তরে
অনতিবিলম্বে পুনঃ পাবে দরশন।

(প্রস্থান)

ভী। চিন্তার কি আছে হায়——কি চিন্তা করিব?
চিন্ত্য এবে অচিন্ত্য সে চিন্তামণি-পদ-
চিন্তা——ভব-চিন্তা হতে নিশ্চিন্ত হইতে।
হে অনন্ত অদ্বিতীয় পাতকী-বান্ধব
পরমেশ! তপ্ত প্রাণে শুভ্র শান্তি-রশ্মি
বরষ নিখিলনাথ! দারুণ দাহনে
মুক্তি দাও——মুক্তহস্ত মুক্তিদানে তুমি
মুক্তিদাতা——

(ত্রস্তভাবে কতিপয় প্রহরীর প্রবেশ)

সকলে। (উৰ্দ্ধশ্বাসে) মহারাজ——মহারাজ

(মন্ত্রী ও অমাত্যগণের প্রবেশ)

ম ও অ গণ। (ত্রস্তভাবে) মহারাজ আজ্ঞা কিবা——

(রক্ষীগণের প্রবেশ)

র গণ। (সোদ্বেগে) মহারাজ——মন্ত্রীবর——

ভী। কেন কোলাহল কর——কি নব বিপদে
সমুদ্বিগ্ন সব——

র গণ। আসিতেছে চন্দ্রপতি সহ অনুচর
পুরী-আক্রমনে——

প্র গণ। এতক্ষণে পুরীদ্বারে করেছে প্রবেশ——

র গণ। আমরা প্রস্তুত নহি——বিনা ঘোষণায়
আসিয়াছে দুরাচার——

ভী। পালিয়াছি সবে তোমা পুত্র-নির্ব্বিশেষে,
করিয়াছি তোমাদের মঙ্গল উদ্দেশে
প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান——নিজ মস্তক ধরিয়া
রবিকরে করিয়াছি ছায়া তোমাদের।
এসেছে সময় তার প্রতিদান চাহি
দিবে কি ?——

সকলে। চির অনুগত মোরা রাজার কিঙ্কর
মোদের অদেয় নাহি রাজার চরণে——
শিরোধার্য্য অনুজ্ঞা তাঁহার——

ভী। প্রীত আমি——যথোচিত করিলে সম্মান——
করি অনুরোধ——কর আত্ম সমর্পণ
শত্রুরে——করো না বৃথা শোণিত বর্ষণ।
ভীরু কাপুরুষ কর যথেচ্ছা আমায়
হীন সম্বোধন——আমি উপযোগ্য তার।
রাজা আমি——কৃতাঞ্জলি এবে তোমা সবে
চরম মিনতি মোর শুন দয়া করি।
পাপ রাজ্যে কর বাস——লহ অংশ সবে
পাপের——ভুঞ্জহ মোর সাথে মনস্তাপ।
গাত্বয়ু সে ভীমরাজ——সুর-নর-ত্রাস

গ্রহ-ক্ষিপ্র-গামী——ভীম শৈলেন্দ্র-সবল——
গতায়ু সে ভীমরাজ——নিষ্প্রভ-বিদ্যুত-
দীপ্তি-তেজ—— বৈশ্বানর-খরতর-ক্রোধ।
গতায়ু সে ভীমরাজ——প্রলয়-বিষাণী
শঙ্কর-শঙ্কিত-ঘোর-বীরত্ব-গর্জ্জন।
জন্মান্ধ মুমূর্ষু আজ চম্পা সিংহাসনে
রাজ-কুল-কালী আমি আছি রে বসিয়া।
রাজদোষে রাজ্য নষ্ট হয় চিরদিন।
আসুক——আসিতে দাও——ডাকি সেনাবৃন্দে
বল গে অবাধে পুরী সমর্পে শত্রুরে।
কি রত্ন লুটিবে বল——এ পুরী শ্মশান——
আসিছে ফিরিয়া যাবে ভষ্ম মাখি গায়।

প্র গণ। অই আসিয়াছে বুঝি——
ও কি শব্দ আসে——

(নেপথ্যে বহুধ্বনি-কথোপকথন শব্দ)

র গণ। পুরীতে প্রবিষ্ট শত্রু——আসিবে অচিরে
এ কক্ষে——জীবন প্রভু যতক্ষণ রবে
নারিব দেখিতে চক্ষে তব অসম্মান।
যাক ধন-রত্ন-রাজি——যাক রাজ্য দেশ
গণিব না ক্ষতি——মাত্র অনুমতি দেহ
এ কক্ষে না পশে শত্রু——যুঝি প্রাণপণে
যতক্ষণ বহে শ্বাস——রহে দেহে প্রাণ।

ভী। করিওনা ক্ষুণ্ন মোরে——হয়ো না কৃপণ
পূরাতে প্রার্থনা মম——

(দুই জন রক্ষীর সহিত চন্দ্রপতির প্রবেশ)

চ। (ভীমরাজের প্রতি) মহারাজ চম্পাদূত সম্ভাষণ মতে
অভ্যাগত তব পুরে——অতিথি আমরা——

আতিথ্য প্রদানে চম্পা ত্রিলোক-প্রখ্যাত।
সেই দূত মুখে বার্ত্তা পাঠানু তোমায়
শূরেন্দ্র——-উত্তরে তার রাজস্ব প্রশ্নের——
করেছি যে বর্ষদ্বয় চম্পায় বসতি
যথা সাধ্য মূল্য তার লইয়া অচিরে
দীন আমি রাজ পদে করিব প্রণতি।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল ব্যাপ্ত যশোভাতি
নররাজ তুমি——বিনা রাজভেট রাজা
কেমনে সম্ভাষি তোমা করি অসম্মান——
এ দীর্ঘ বিলম্ব তাই——(দরিদ্র-ক্ষমতা
নহে ত্বরা কার্য্যকরী)——ভেট আহরণে।
হে রাজন্য-কুলোজ্জল! হীন আমি, মোর
লহ পূজা——
(রক্ষীদ্বয়ের প্রতি) রাজভেট কর আনয়ন।

(রক্ষীদ্বয়ের প্রস্থান ও অনিলকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

চ। নহে মণি মুক্তা মালা——নহে রত্ন হীরা——
অলীক রতন-যোগ্য নহ তুমি বীর——
এ দীনের শ্রেষ্ঠ রত্ন——সর্ব্বস্ব আমার——
শ্রীপদে রাখিনু ভেট——করহ গ্রহণ।

(অনিলের ভীমরাজকে প্রণাম)

করিয়া বিস্তর যত্ন বিবিধ সন্ধান
বুঝেছি এ রত্ন হতে রত্ন মূল্যবান
নাহি রত্নাগারে মোর——"বিতরিবে যদি
বিতরিবে শ্রেষ্ঠ যাহা"——মহাজন বাক্য
করিয়া স্মরণ——দিনু এ রত্ন তোমায়।
আজ হতে এ রতনে সত্ত্ব অধিকার
নাহি মম——তুমি রাজা পূর্ণ অধিকারী।

কর যদি পরিহার নীচ ভাবি মোরে
দান মম——আত্মহত্যা করিব সম্মুখে।

(অনিলের প্রতি)

বৎস——পূর্ব্ব অধিকারী আমি ছিলাম তোমার
রত্ন তুমি——ভক্তি-প্রীতি-জ্যোতি-বিকীরণে
করিতে সন্তোষ মোরে——নব অধিকারী
তব——মহামান্য ভীমরাজ রাজ্যেশ্বরে
আজি হতে পরিতুষ্ট করিবে তেমতি
অবিরাম শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিনয়-কান্তিতে।

(ভীমরাজের প্রতি)

রাজভেট রাখিনু চরণে——
এক্ষণে রাজস্ব লহ।
(রক্ষীগণের প্রতি) রাজস্ব কোথায়——

(রক্ষীদ্বয়ের প্রস্থান ও কমলাকে লইয়া পুনঃ
প্রবেশ——সঙ্গে নলিনী)

(ভীমরাজের প্রতি) পাইয়াছি অপহৃত সর্ব্বস্ব আমার
অনিলে যা'হতে——সেই সর্ব্বস্ব-অধিক
(কমলাকে লইয়া) এ রত্নে——রাজস্ব-ঋণ শুধিলাম তব।

সকলে। ধন্য——ধন্য মহারাজ চন্দ্রপতি——

(উন্মত্তবৎ সিংহাসন হইতে উঠিয়া)

ভী। হা রাণি মহিষি এল কমলা তোমার
কোথা তুমি——

ক। ওমা মা জননি——মাগো জনমের মত
ছেড়ে কি গিয়াছ মোরে——

(পতনোন্মুখী——নলিনী কর্ত্তৃক ধারণ——নলিনীর
স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া রোদন)

ভী। (চন্দ্রপতিকে আলিঙ্গন করিয়া)

মহারাজ চন্দ্রপতি ! নীচ——নীচতম
আমি——ক্ষমা ভিক্ষা করি হয় না সাহস——
কৃপায় করিবে ভ্রাতঃ ক্ষমা কি আমায় ?
জর্জ্জরিত তুষানলে কলেবর মম,
করিলে যে সুশীতল সলিল সেচন——
করি আশীর্ব্বাদ——যেন হৃদয়ে কখন
না বহ বেদনা——হর সদানন্দে কাল।

(শিবব্রতের প্রবে

ভী। গুরুদেব——

চ। আনন্দের দিনে মোরা পাইনু দর্শন
শ্রীপদের——

(সকলের বিস্ম

শি। যে দারুণ মর্ম্মবিষে জর্জ্জরিত-চিত
করিয়াছি দিনক্ষয়——যোগ দীক্ষা ধর্ম্ম
হইয়াছে পণ্ড সব——বৎস চন্দ্রপতি
বৎস ভীমরাজ——আজ সে ক্রুর গরল
করিলে নির্ব্বাণ দোঁহে——জুড়াইল প্রাণ।
ফুটালে আনন্দ-উৎস নিরানন্দ প্রাণে——
প্রশমিত হ'ল আজ অনুতাপানল।
স্বপ্নাতীত ছিল যাহা——বিধাতৃ-ইচ্ছায়
প্রত্যক্ষ করিনু আজি এ মধু-মিলন।
আজ সুসময় দিব পরিচয় মম।
বিরাগী বল্কলাম্বর কমণ্ডলুধারী
ব্রহ্মচারী যোগাধ্যায়ী গিরিগুহাবাসী
নহি চিরদিন——আজ শীর্ণ জীর্ণ ভুজ——
এ ভুজে বহেছি আমি রাজদণ্ড ভার——

চ। চাপায়ে রাজত্বভার এ দুর্ব্বল স্কন্ধে

কৈশোর হইতে মম নিরুদ্দেশ তুমি
নাহি জানি কি বিরাগে——দাও দেখা মোরে
প্রতি পঞ্চ বর্ষে পিতা——

শি। নহি পিতা চন্দ্রপতি——ভ্রম পরিহর——
(ভীমরাজের প্রতি) নহি দীক্ষাগুরু মাত্র তব ভীমরাজ——
আমি চম্পা-অধিপতি জনক তোমার।
বাসুকী-কম্পিত-দর্প সমুদ্ধত বীর
ছিলাম যৌবনে——দম্ভে মদ মত্ত করী——
ভাবিতাম করায়ত্ত সসাগরা ধরা।
কুগ্রহ তুলিল প্রাণে——অসম্ভব সাধ
যৌবনে——ভ্রমিতে তীর্থ দেবালয় যত।
ভূত-পূর্ব্ব কাঞ্চিনাথ——চন্দ্রপতি তব
জনক——সসৈন্য হিম গিরীন্দ্র-উত্তরে
পরিভ্রাম্যমান——হল সাক্ষাত সেথায়
তাঁর সনে——বাক্যে বাক্যে বাধিল বিবাদ।
অপরাধী আমি——হায় অন্ধ অহঙ্কারে
করিনু লাঞ্ছনা তাঁর——দুরন্ত প্রকৃতি
পেলে না সন্তোষ তবু——নীরব নিশীথে
প্রবেশি শিবিরে তাঁর হীন চৌর ভাবে
সুষুপ্তি-উৎসঙ্গাসীন বিনাশিনু তাঁয়।
বিনাশিনু অতর্কিত নিদ্রিত বাহিনী,
পশুত্বে অর্পিয়া লাজ——পাপে পাপ ঢালি।
তবু তৃপ্ত নহে সাধ——বিশ্বস্ত মন্ত্রীরে
সমর্পিয়া রাজ্যভার——পাঠানু স্বদেশে
উপদেশি মৃত্যু মোর করিতে ঘোষণা
চম্পায়——
কিশোর তুমি নির্ম্মল প্রকৃতি

সে সময় ভীমরাজ——দিনু: ভার তব
মন্ত্রীরে——সানন্দে বৃদ্ধ লইল সে ভার।
প্রজ্জ্বলিত রক্ততৃষা মিটাতে তখন
ছুটিনু কাঞ্চিতে লয়ে সৈন্য অগণন।
করিলাম কাঞ্চিজয় নীরবে অবাধে।
সে দারুণ প্রাণীহত্যা ভাবিলে এখন (ও)
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ;——কাঞ্চি সিংহাসনে
উঠিলাম——বিমোহিত নগর শোভায়
পাসরিনু জন্মভূমি আত্মীয় স্বজন।
সুকুমার শিশু তুমি রাজা চন্দ্রপতি
আছিলে তখন——ভীম বজ্রের হুঙ্কারে
করিনু ঘোষণা——"শিশু না পারে বুঝিতে
পিতৃহন্তা আমি তার——পিতা আমি জানে"।
সাধ্বী পতিপ্রাণা দেবী জননী তোমার
পশিলেন চিতানলে পতির বিরহে।
পুত্রাধিক যত্নে তোমা করিনু বর্দ্ধিত।
পিতৃভক্তি মোরে তুমি করিলে অর্পণ।
চিনিলে না পিতৃহন্তা——পিতা বলি মোরে
জানিলে——যৌবনে ক্রমে করিলে প্রবেশ।
পাপীর সন্তোষ নাই——ঘোর অনুতাপ
করিল চিত্তাধিকার——রাজা করি তোমা
বিরাগে তেজিনু রাজ্য সন্ন্যাসীর বেশে।
নিবিড় কাননবাসী সাধনায় রত
হইলাম——কত বর্ষ করিনু যাপন——
নিদারুণ মনস্তাপ হল না শমিত।
মানসে জাগিল সাধ আসিতে চম্পায়
নিজ রাজ্য——দেখিলাম চম্পা-সিংহাসনে

ভীমরাজ——মহাদস্তী——প্রতিকৃতি মম।
সন্ন্যাসী আকারে আমা' কেহ না জানিল।
উপদেশে ভুলাইয়া পাষাণ অন্তর
করিয়া দীক্ষিত তোমা বৎস ভীমরাজ——
পুনশ্চ পশিনু বনে——প্রতি পঞ্চ বর্ষে
দিতাম হে কাঞ্চিপতি দর্শন তোমায়।
চম্পার বিজন বনে বাঁধিনু কুটীর
চম্পানাথ——গুরু বলি——কল্যাণে তোমার
থাকি তায়——অকস্মাৎ কোন দিন প্রাতে
অসংখ্য শিবির হেরি পড়িছে চম্পায়।
বুঝিনু কাহার তাহা——বুঝিনু সকল (ই)।
ভাবিলাম কাঞ্চি চম্পা রণ উপলক্ষে
অগ্রসর——পিছাইবে আনন্দ-মিলনে।
আজ সে মধু-মিলন——হল সংঘটিত।
চন্দ্রপতি ক্ষমা কর——পিতৃহন্তা তব——
তুমি কিন্তু পুত্র মম——কিম্বা ততোধিক
মমতা তোমার প্রতি——আজ কি আনন্দ!
অনিল-কমলা-স্বর্ণ-বন্ধন-রজ্জুতে
পুত্রদ্বয় বদ্ধ দোঁহে!——আয় রে কমলা
আয় রে অনিল——চারু পারিজাত দুটী
এক বৃন্তে বিকশিত হইলি আজিকে।
অনিল প্রণত হও পিতার চরণে
কমলা আশিস মাগ ভীমরাজ পদে।

(অনিলের চন্দ্রপতিকে প্রণাম)

চ। আশিসি অচিরে হও শত পুত্রবান,
অবিলম্বে বোঝ বৎস পিতার মমতা

কত বলবতী——হব নিশ্চিন্ত তা' হলে
পুত্রহারা হইব না যে ক'দিন বাঁচি।

(ভীমরাজ পদে প্রণতা হইয়া)

ক। পিতা আশীর্ব্বাদ মাগি——

ভী। কন্যাবতী হও
বোঝ জননী-মমতা——

(অনিলের ও কমলার কর একত্রে ধরিয়া)

ভী। এ আঁধারে সমুজ্জ্বল ধ্রুব তারাযুগ
পাব যে ছিল না আশা——মনের মিলনে
প্রমোদ সম্পদে দোঁহে কর কালক্ষয়।

(অনিলের প্রতি)

এ চম্পা তোমার——রাজ্য ঐশ্বর্য্য সকল (ই)——
প্রাণাধিকা স্নেহময়ী কমলা তোমার——
ঘুচিল অঙ্গের ব্যথা——নামাইলে ভার
আজি মম——মনে রেখো শেষ কথা বলি
কোমলা অভিমানিনী কমলা আমার।

চ। (শিবব্রতের প্রতি) নহ পিতৃহন্তা—পিতা—পিতা তুমি মম
তব পুত্রাধিক যত্নে বর্দ্ধিত এ তনু——
দেব আশীর্ব্বাদ কর——ভব-জলধিতে
ভাসিল এ দুটি ফুল——না পায় তুফান——
আনন্দে সাঁতারি যেন উঠে পরপার।

(অনিল ও কমলার শিবব্রতকে প্রণাম)

শি। অলীক সাধনা যোগ——তপস্যা অলীক——
অলীক বিপিনবাস——আরাধনা বৃথা——
অসার——অসার সব——সার এ সংসার——
সংসার-আনন্দ সার——আনন্দ জীবন।
আনন্দে ঝরিছে আঁখি——নিরানন্দ প্রাণে

যে আনন্দ দিলি তোরা——কি বলে আশিসি——
আমার পুণ্যের অংশ দিলাম যৌতুক——
জানি রে নিষ্পাপ তোরা——কলুষের ভাগ
থাকে যদি কিছু——আমি লইনু সহর্ষে।
তোদের সৌরভ-লোভে, স্বর্ণ-পদ্ম-যুগ !
সাধ যায় পুনর্ব্বার হই রে সংসারী——
বক্ষস্থলে রাখি সদা হৃদয় জুড়াই।
থাকে যদি ধর্ম্ম কর্ম্ম——চন্দ্র সূর্য্য থাকে
অনন্ত অক্ষয় সুখে কাটাইবি কাল।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

চম্পা

রাজসভা

সিংহাসনদ্বয়ে অনিল ও কমলা।

মন্ত্রী প্রহরীগণ বন্দিগণ ইত্যাদি।

(সন্ন্যাসিনী বেশে নলিনীর প্রবেশ)

ক। একি নলিন——এ বেশ কেন——

ন। আসিলাম লইতে বিদায়

চলেছি পবিত্র পথে সুতীর্থ যাত্রায়।

ভাই রে কমলা——

আজ সে নলিনী নাই প্রবৃত্তি-চঞ্চলা।

আজ মুক্ত কণ্ঠে বলি লজ্জা ঘৃণা নাই

আমি এ মঙ্গল পুরে আছিনু বালাই।

অনিল-উন্মত্তা হয়ে এত সর্ব্বনাশ

আমিই করেছি——আজ করিনু প্রকাশ।

মরিল আমার তরে অভাগী যামিনী

তুমিও আমারি তরে লাঞ্ছনা-ভাগিনী।

শেষ বলা বলে যাই——অনিল তুমিও ভাই

পাইয়াছ বহু ক্লেশ আমি তার মূল——

সর্ব্বমূল দেবকান্তি তোমার অতুল।

কাঁটাদে তুলিব কাঁটা করেছিনু স্থির——

আজ সে চঞ্চল মন হইয়াছে ধীর।

ক্ষমা করো নলিনীরে শেষ আকিঞ্চন——

আশীর্ব্বাদ করি সুখে কাটাও জীবন।

আর বলি——

ললিত——

পরিলে পান্থের বেশ
মহাভ্রমণের দেশে——
অঞ্চলে অঞ্চল বাঁধ
পথ না হারাও শেষে।
ভুলো না দুরাশা-ভাণে——
নিরাশা দহিবে প্রাণে;
তেজিও মানাভিমানে
জীবন কাটিবে হেসে।
চলিয়া কাতর হলে
ডেকো "জগদীশ" বলে——
উঠিবে নবীন বলে
পাসরিবে দুঃখ ক্লেশে।

(সন্ন্যাসীবেশে ভীমরাজ ও শিবব্রতের প্রবেশ)

ভী। বর্ষে বর্ষে পাবে দেখা করিব সাক্ষাত——
চিরসুখে চিরানন্দে কর দিনপাত।

শি। প্রবৃত্তি স্ববশে রেখো হবে না বিপদ
জানিও ধৈর্য্যই সুখ শান্তির আস্পদ।

ভী। বন্দিগণ গাহ মধু-মিলন-সঙ্গীত——

(সখীগণের প্রবেশ)

স গ। কমলা করেছে বন্দী বন্দি আজ মোরা
গাহিব মিলন-গীত মিলন-বিভোরা——

ভৈরবী——

নীল নবীন নীরধর-চিত
মাতল চপলা হাসে——
কমল কমল পাশে

বিকাশল বিমল পরভা
পূরাওল অলি-আশে।
তুঁহু অনিল! নীল কমল,
পাওলি কমলা সরণ কমল——
দুঃখ যাওল — হরখ আওল
উজর হৃদাকাশে।
আও আও লেয়ি কণক থালে
কৃষ্ণ কলিয়া মালতি মালে——
গন্ধ লেপয়ি দোলয়ি দেয়ি
পিয়গর প্রেমোলাসে॥

(জবনিকা পতন)